৩৪,	ক্ষীরোদ ঘোষ	২৲
”	তারক আঢ্য	১৲
৩৬,	ডাঃ এস্, সি. ভট্টাচার্য্য	১০৲
৩৮,	সুধীর দেব	॥০
৩৮এ,	কানাইলাল ঘোষ	১৲
৩৮বি,	৺রাখালচন্দ্র মিত্র	৪৲
৩৮সি,	দুধঘর	২৲
“	লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ	॥০
”	কৃষ্ণলাল দাস	২৲
”	তাপস মুখার্জি	১৲
”	নাথ ষ্টোর্স	১৲
৪০,	রেণুকা দেবী	২৲
”	সৌরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১০৲
”	৺নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	২৲
”	৺রাইমোহন মালাকার	।০
”	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৲
”	হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
৪২,	নন্দগোপাল দে সরকার	১৲
”	ধলু দে সরকার	১৲
”	সরকারস্ ক্রোমোটাইপ ষ্টুডিও লিঃ	১০৲
৪৪.১,	গণেশ ধাড়া	১৲
”	হরি সাউ	॥০
”	মহেন্দ্র মণ্ডল	৶০
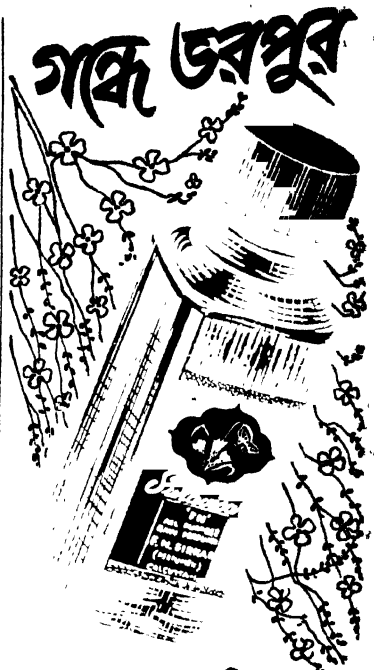
for HOTELS & HOMES
PORCELAIN CROCKERYWARES
OF FINEST TASTE
HAND PAINTING
OUR SPECIALITY
INDIA POTTERIES
91. DHARAMTALA STREET, CALCUTTA - 13
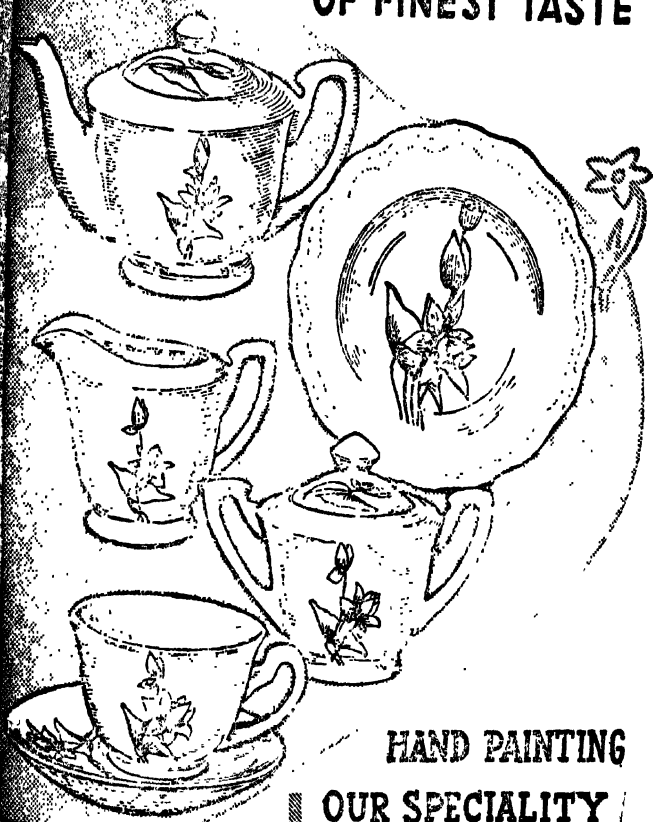
দেবযানী

(দৃশ্য কাব্য)

শ্রীবরদা প্রসন্ন দাশগুপ্ত

প্রণীত।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় শনিবার ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীশচীনাথ পাল।
১৪।১।১ শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত দ্বারা
মুদ্রিত—
সুধা প্রেস
১৯৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষগণ—

শুক্রাচার্য্য—দৈত্যগুরু।

যযাতি—রাজচক্রবর্ত্তী।

বৃষপর্ব্বা—দৈত্যরাজ।

ঘণ্টাকর্ণ—যযাতীর বয়স্য

যদু
দ্রুহ্য
অনু
পুরু } যযাতির পুত্রগণ।

মন্ত্রী, সেনাপতি, পুরোহিত, দেহরক্ষী, তাপসকুমার ইত্যাদি

স্ত্রীগণ—

দেবযানী—শুক্রাচার্য্যের কন্যা;

শর্ম্মিষ্ঠা—বৃষপর্ব্বার কন্যা।

ঘুর্ণিকা—দেবযানার প্রধান সখী।

সুলেখা—শর্ম্মিষ্ঠার প্রধানা সখী।

জরা, সখীগণ, জরাসঙ্গিনীগণ, প্রতিহারিণী ইত্যাদি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

অভিনয়কালে এই নাটকের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দেবযানী

প্রথম অঙ্ক

চৈত্ররথ কানন।

—ঃ*ঃ—

বনপথ দিয়া সখীগণ সহ শর্ম্মিষ্ঠা স্নান করিতে চলিয়াছে।
সখীগণ আগে আগে যাইতেছে, শর্ম্মিষ্ঠা ও সুলেখা
পশ্চাতে কথোপকথন করিতে করিতে
চলিয়াছে।

সখীগণ। গীত

এসো তরুণ দিনের অরুণ আলোর রেখা!
এসো হিয়ার তটে, মরম পটে নব অনুরাগ লেখা!
ফুটায়ে ফুলের রাশি, ছড়ায়ে রঙীন হাসি,
এসো আন্‌মনে দূর বেণুবনে জাগায়ে ব্যথার বাঁশী,—
নয়ন-ফলকে পুলক-ঝলকে দিয়ে যাও আজি দেখা।
এসো রমণীয়! এসো কমনীয় অরুণ আলোর রেখা!

(সখীগণের প্রস্থান)

শর্ম্মিষ্ঠা। তাইতো সখী! আজ উঠ্‌তে কত বেলা হ'য়ে গেছে!

সুলেখা। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিই চল, নৈলে দেবীর পায়ে অঞ্জলী দেওয়া হবে না।

(সহসা একটা হরিণ-শিশু সম্মুখ দিয়া চকিতে চলিয়া গেল)

শর্ম্মিষ্ঠা। ও কি? ও এমন ভীতভাবে পালা'ল কেন?

হরিণ-শিশুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উদ্যত বর্শা হস্তে যযাতির প্রবেশ।

কে তুমি? ক্ষান্ত হও—দাঁড়াও। তুমি কি জান না, এই চৈত্ররথ কাননে মৃগবধ নিষিদ্ধ?—(স্বগত)—তাইত! কে ইনি?—(মুগ্ধদৃষ্টি)

সুলেখা। উত্তর দাও,—কে তুমি? কোন সাহসে অসুরপতি মহারাজ বৃষপর্ব্বার নিষিদ্ধ এই কাননে মৃগয়া কর্‌তে এসেছ?

যযাতি। দেবি! আমি চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি। মহারাজ বৃষপর্ব্বার নিষেধ আমি জ্ঞাত ছিলেম না, তাই বহুদূর হ'তে এই হরিণ-শিশুর পশ্চাদ্ধাবন করে নিজের অজ্ঞাতে অপরাধী হয়েছি। এজন্য আমি অনুতপ্ত। আমাকে মার্জ্জনা করুন।

(শর্ম্মিষ্ঠা সুলেখাকে ইঙ্গিত করিল)

সুলেখা। আপনার কথায় রাজকুমারী সন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি অনায়াসে স্বস্থানে গমন কর্‌তে পারেন।

(সম্মোহিতভাবে যযাতির প্রস্থান)

(স্বগত)—রূপবান বটে। সখীর সঙ্গে দিব্য মানায়। সখীকেও কিঞ্চিৎ বিচলিতা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এ মিলন অসম্ভব। সখীর এ মোহ কাটিয়ে দিতে হবে। সখী! চল, নৈলে দেরী হ'য়ে যাবে।

শর্ম্মিষ্ঠা। হ্যাঁ, চল। মরি মরি! এ কি রূপ! মানুষ যে এত সুন্দর হয়, এ আমি কখনও কল্পনাও করি নি।

(শর্ম্মিষ্ঠা ও সুলেখার প্রস্থান।

যযাতির পুনঃ প্রবেশ।

যযাতি। এ আমি কি দেখ্‌লেম! এ যেন কবি-কল্পনার একটা উচ্ছাস—কমলাসনা বাণীর বীণার একটা ঝঙ্কার—যেন অন্ধকারে আলোকের একটা বিরল রশ্মি! কিন্তু অসুরপতি মহারাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা। হোক, দেখি কোথায় গেল।

(প্রস্থান)

ক্লান্তভাবে ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ।

ঘণ্টা। তাইত, এই ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ রাজা মশাই গেলেন কোথায়? তাঁর পশ্চাতে ধাবমান হয়ে চরণ যুগল যে ফুস্কো লুচির অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল। জানুদ্বয়ে ছানাবড়া হবার উপক্রম। এদিকে উদর-গহ্বরে হুতাশন দেব প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তেজে জাজ্জ্বল্যমান, প্রাণ ওষ্ঠাগত। এখন করি কি? বাঃ বাঃ এই যে গাছভরা সুপক্ক ফল! কিন্তু বৃক্ষারোহণ অসম্ভব। তার চেয়ে এইখানে গাছতলায় একটু বসি। বিশ্রামও হ'বে, আর কাক বাবাজীবনরা যদি এই দীনহীনের প্রতি দয়া করে দু'একটা ফল ঠুক্‌রে ফেলেন, তাহ'লে—(নেপথ্যে ঘুর্ণিকার গীতধ্বনি)—ও বাবা! এ'ত কাক নয়, এযে অকালে কোকিলের সমাগম!

গাহিতে গাহিতে ঘুর্ণিকার প্রবেশ।

ঘুর্ণিকা। গীত।

আমার যৌবন-গাঙে উঠেছে জোয়ার, বাঁধিতে নারি-
সরম-কুল ছাপিয়ে ছুটেছে লহর (উহু!) উহু প্রাণে মরি!
কোন পাথারের ওপার থেকে বইছে একি দখিণে বায়,
কনক-আশার রাঙ্গা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে হায়!
দুলছে ওগো দোদুল দোদুল আমায় স্বপন বোঝাই মানস-তরী—
হালেতে পায় না পানি, (বুঝি) মাঝ দরিয়ায় ডুবে মরি॥

ঘণ্টা। আহা, ইচ্ছা হচ্ছে আমিও ডুবে মরি। কিন্তু সাঁতার জানি না যে!—হ্যাঁগা, তুমি কে গা?

ঘুর্ণিকা। অ্যাঁ! ওমা! কি লজ্জা! যাব কোথা! শেষকালে কিনা একটা পুরুষ মানুষ আমার মনের গোপন কথা জেনে ফেল্লে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

ঘণ্টা। রূপসী! তোমায় লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই,—যেহেতু আমি পুরুষ হলেও পরপুরুষ নই।

ঘুর্ণিকা। তবে?

ঘণ্টা। আমি তৎপুরুষ—অর্থাৎ সেই পুরুষ, যা'কে বিধাতাপুরুষ তোমারই জন্য সৃজন করেছেন।

ঘুর্ণিকা। সেকি! আচ্ছা, কিসে বুঝলে?

ঘণ্টা। এ আর বোঝবার ভাবনা কি? এই দেখনা, তুমি রূপসী আর আমি উপোসী।

ঘুর্ণিকা। তাই নাকি? বাঃ বাঃ চমৎকার মিল তো!

ঘণ্টা। তোমার কণ্ঠস্বর যেন বাঁশী।

ঘুর্ণিকা। ঠিক। আর তোমার কণ্ঠস্বর যেন কাঁশী।

ঘণ্টা। ঠিক। দেখ দেখি কি অপূর্ব্ব মিল। আচ্ছা তোমার নাম কি?

ঘুর্ণিকা। আমার নাম ঘুর্ণিকা। তোমার নাম কি?

ঘণ্টা। ঘুর্ণিকা? অ্যাঁ! বল কি? আমার নাম ঘুর্ণক।

ঘুর্ণিকা। বটে! বটে! ভারি আশ্চর্য্য তো!

গীত

উভয়ে। তোমায় আমায় মিলেছে চমৎকার—

ঘুর্ণিকা। আমি ডাকি কু কু কু কু কু—

ঘণ্টা। আমি ডাকি 'ক'য়ে আকার।

ঘুর্ণিকা। কূ কূ কূ কূ কূ-

ঘণ্টা। কা কা কা কা কা—

ঘুর্ণিকা। উ হু হু— উ হু হু—

ঘণ্টা। কি যে মধুর রা!

উভয়ে। কে দেখেছে এমন মিলন সোজা এবং বাঁকার ?

চমৎকার! চমৎকার! চমৎকার!

(উভয়ের প্রস্থান)

দেবযানীর প্রবেশ।

দেবযানী। হায় কচ! নিষ্ঠুর পুরুষ!

কেমনে ত্যজিয়া গেলে মুগ্ধা অবলায়

জীবনের অর্ঘ্য তার, প্রেমের অঞ্জলি

অনায়াসে দলিয়া চরণে ?

বিন্দুমাত্র হইল না দয়া ?

নারীর এ বুকভাঙ্গা মর্ম্মন্তুদ ব্যথা

তুলিল না তব ওই পাষাণ-মরমে

অতি ক্ষীণ একটু স্পন্দন ?

বিশুষ্ক নয়ন কোণে

ঝরিল না এক ফোঁটা জল ?—

বিফল প্রয়াস, ভুলিবার নাহিক শকতি।

বসন্ত চলিয়া গেল অতীতের পারে,

রেখে গেল সুরভি নিশ্বাস—

অনল নিভিয়া গেল, দাহন রহিল অবশেষ!

একি হায় ললাট-লিখন—

দিবানিশি ঘুম জাগরণে

তিলেক বিরাম নাহি মিলে!

ঘূর্ণিকার প্রবেশ।

ঘূর্ণিকা। তাইত! সখী কোথায় গেল! কোথাও তো দেখতে পাচ্ছি না। সখী! তুমি কোথায় গেলে কোথাও না দেখি। আকাশে কি উড়ে গেলে হ'য়ে শুকপাখী? কিম্বা মনের দুঃখে বনে গেলে ছল ছল আঁখি?—(নিকটে আসিয়া)—ওমা, একি! তুমি এখানে চুপটি করে বসে আছ, আর আমি তোমাকে সৃষ্টি সংসার খুঁজে বেড়াচ্ছি। সখী! সখী! এমন সময় এমন যায়গায় একলাটি বসে আছ কেন?

দেবযানী। ক্ষণকাল নির্জ্জনে রহিতে চাই।
যা সখী, অবসর দেলো ক্ষণকাল।

ঘূর্ণিকা। ও কি কথা গো! নির্জ্জন বলে কি কাছে থাকতে নেই?

দেবযানী। আঃ! জ্বালাতন করিস্ নে—যা।

ঘূর্ণিকা। অ্যাঁ! এ কি! তোমার পরণে যে রাজকন্যার কাপড়! ওঃ, স্নানের ঘাটে তার সঙ্গে তোমার কাপড় বদল হয়েছে বুঝি? তাহ'লে তো সে ও তোমার কাপড় পরেছে!

দেবযানী। তাই ত! তা হ'লই বা। এতে আর এমন কি দোষ হয়েছে?

ঘূর্ণিকা। ওমা! দোষ হয়নি? তুমি হ'লে মহর্ষি শুক্রচার্য্যের কন্যা, দেবতারা পর্য্যন্ত যার ভয়ে ঠকাঠক্ কম্পবান, আর সে হ'ল অসুরের, মেয়ে— যাকে বলে অসুর—শ্বশুর নয়—ভাসুর নয়—একেবারে নির্জ্জলা অসুর—সে আর তুমি সমান? এ শুধু তোমাকে অগ্রাহ্য করা নয়, সেটা আবার ভাল করে জানিয়ে দেওয়া। নাঃ, দেবতা বামুণের মর্য্যাদা আর থাকে না দেখছি।

দেবযানী। আচ্ছা ঘূর্ণিকা, তুই কি বলছিস্?

ঘূর্ণিকা। ঘূর্ণিকা ঠিকই বলেছে। তা যদি না হ'বে তবে সে কি সাহসে এ কাজ কর্লে? তার প্রাণে একটু ভয় হ'ল না? তার বাবা

নিত্যি তোমার বাবার পা পূজো করে,—আর সে কিনা,—অঁ্যা! এ হ'ল কি!

দেবযানী। হুঁ। তুই যা, আমি তার সঙ্গে এর বোঝাপড়া করব।

ঘূর্ণিকা। ত করবে বৈ কি? তা আমাকে যেতে বল্‌ছ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমি যদি বেশী দেরী কর, তাহ'লে কিন্তু আমি নির্জ্জন ফির্জ্জন মানব না, একেবারে গর্জ্জন করে এসে তোমার ধ্যান ভঙ্গ করে দেব।

দেবযানী। আচ্ছা আচ্ছা, তাই দিস। এখন যা।

ঘূর্ণিকা। ওমা! এ হ'ল কি! অঁ্যা!— (প্রস্থান)

দেবযানী। সত্যই তো—উপেক্ষা আমার!

অনাদর হতাদর সবাকার কাছে!

এই বুঝি বিধিলিপি মোর?

চিরদিন আমি

সয়ে যাব আঁখি জলে ভাসি,

আর সারা বিশ্ব মোরে

তৃণ সম দলে যাবে চরণের তলে,

হেসে যাবে অবজ্ঞার হাসি!

না না না, আর আমি সহিব না।—

প্রতিকার করিব ইহার।

দেখি, কোথায় শর্ম্মিষ্ঠা।

[প্রস্থান।

ফুলসাজে সজ্জিতা শর্ম্মিষ্ঠা ও সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ। গীত।

কুসুম-আভরণ কুসুম-অঙ্গে—

সকলি মলিন ভেল সখী, উছলিত রূপ-তরঙ্গে।

কুসুমিত হিয়াপর কুসুম হার,
কেয়ূর-কুণ্ডল-বলয়-কঙ্কন-ভার,
আবরণ নাহি ভেল, যৌবন বাঢ়ল রঙ্গে ।
অতি বিরহিনী রতি, কাঁহা সখী রতিপতি—
আঁখিবারী ঝুরত অপাঙ্গে ॥

দেবযানীর প্রবেশ ।

দেবযানী । শর্ম্মিষ্ঠা !

শর্ম্মিষ্ঠা । কে, সখী ? কি বলছ ?

দেবযানী । শর্ম্মিষ্ঠা, আমি তোমাকে সৌজন্য বশতঃ সখী বলে থাকি ।

শর্ম্মিষ্ঠা । তা'ত বটেই । সৌজন্য না হ'লে কি সখীত্ব-বন্ধন ঘটে ?

দেবযানী । তুমি শূদ্রানী ।

শর্ম্মিষ্ঠা । বেশ, আমি শূদ্রানী ।

দেবযানী । আর আমি বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী ।

শর্ম্মিষ্ঠা । তা ও অস্বীকার কর্‌ছি না ।

দেবযানী । অস্বীকার কর্‌ছ না যদি, তবে তুমি কি স্পর্দ্ধায় আমার বস্ত্র পরিধান কর্‌লে ?

শর্ম্মিষ্ঠা । তাই ত সখী ! রাগ ক'রো না, এতে দোষ যদি কিছু হ'য়ে থাকে, তা আমার অজ্ঞাতে হয়েছে ।

দেবযানী । দোষ 'যদি' কিছু হ'য়ে থাকে নয়—গুরুতর দোষ হয়েছে ।

শর্ম্মিষ্ঠা । তা আমার অজ্ঞাতে হয়েছে । আমি স্নান করে সোপানে উঠেই দেখলেম, বায়ুতে সকলের বসন একত্রিত করেছে । সঙ্গে সঙ্গেই সখীরা ফুল নিয়ে যে রকম অত্যাচার সুরু করে দিলে, তা'তে ভাল করে দেখবার ও অবকাশ পেলেম না । ভেবে দেখ, ঠিক এই কারণে তুমিও আমার বসন পরিধান করেছ ।

দেবযানী। হ্যাঁ। কিন্তু তা'তে তত দোষ হয়নি। তা তোমার সৌভাগ্য বলে মেনে নেওয়া উচিত।

শর্ম্মিষ্ঠা। তাও না হয় নিলেম। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখ দেখি, তুমি যখন আগেই আমার বসন পরে চলে এসেছ, তখন আমার বসন খুঁজলেও পাওয়া যেত না। আর সকলে নিজ নিজ বসন বেছে নিলে তোমার বসনই অবশিষ্ট থাকত, আর আমাকেও তাই বাধ্য হ'য়ে পর্‌তে হ'ত। এতে তোমার রাগ করা অনুচিত। এতে এমন কিছু দোষ হয় নি।

দেবযানি। শর্ম্মিষ্ঠা! তুমি রাজকন্যা বলে অহঙ্কারে নিজের দোষ দেখতে পাচ্ছ না। এতে দোষ হয়েছে কি না, জিজ্ঞাসা করো তোমার পিতাকে—যে আমার পিতার অনুগ্রহজীবি হ'য়ে বেঁচে আছে, রাজ্যসুখ ভোগ কর্‌ছে। তোমার পিতা নিত্য আমার পিতার পদলেহন করে। তুমি জেনেও তা জান না। তাই গর্ব্বভরে আমাকে উপেক্ষা কর্‌ছ। শোন শর্ম্মিষ্ঠা, আমার পিতা তিন লোকে শ্রেষ্ঠ, তিনি পুরুষসিংহ। আমি সিংহ-শাবক সিংহিনী। তাঁর তুলনায় তোমার পিতা এক ক্ষুদ্র শশক মাত্র। তোমাতে আমাতে স্বর্গ-নরক ব্যবধা'ন।

শর্ম্মিষ্ঠা। স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও, দেবযানী! আমার পিতাকে নিন্দা কর্‌বার তোমার কোন অধিকার নাই—বিশেষ যখন তাঁরই অন্নে তোমরা সগোষ্ঠী প্রতিপালিত হচ্ছ। তোমার চক্ষে কিম্বা তোমার পিতার তুলনায় আমার পিতা কি, তা আমি জানতে চাই না। তোমার পিতার সহিত তাঁর কি সম্বন্ধ, তাও আমার জান্‌বার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু এই জানি—আমার চক্ষে আমা'র পিতাই তিন লোক শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই।

দেবযানী। বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা! তবে দাঁড়াও, আমি তোমার এ দর্প চূর্ণ কর্‌ব। আজই পিতাকে বলে—

শর্ম্মিষ্ঠা। তোমার যা অভিরুচি কর্‌তে পার। দেখছি তুমি ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছ। আমি আর তোমার কোন কথা শুনব না। আয়, সখী।—

(সখীগণ সহ গর্ব্বিত পাদবিক্ষেপে প্রস্থান)

দেবযানি। বটে! এত তেজঃ! এত অহঙ্কার! আজই যদি এর উপযুক্ত প্রতিফল দিতে না পারি, তবে আর এ প্রাণ রাখব না। ঘূর্ণিকা! ঘূর্ণিকা!—(এক পদ অগ্রসর হইল, তথায় একটী পুরাতন শুষ্ক অগভীর কূপ ছিল, তাহাতে পতিত হইল) - কে আছ, রক্ষা কর—আমি কূপে পতিত হয়েছি।

যযাতির পুনঃ প্রবেশ।

যযাতি। সখীরা ঠিকই বলেছে—

"কুসুম-আভরণ কুসুম-অঙ্গে—
"সকলি মলিন ভেল উছলিত রূপ-তরঙ্গে"—

ওই প্রস্ফুট পঙ্কজের মালা—ও কি ও কণ্ঠে মানায়? ও শুধু চরণতলে অঞ্জলী হ'তে পারে। ওই অশোক-স্তবকের কর্ণভূষা—ও শুধু পদনখের শোভা সম্পাদন কর্ত্তে পারে। ওই নবমল্লিকার গুচ্ছ—

দেবযানী। (কূপমধ্য হইতে)—কে আছ,আমার উদ্ধার কর।

যযাতি। ও কি! নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ! কে তুমি? ভয় নেই, আমি তোমার উদ্ধার করব। কোথায় তুমি বল, আমি এখুনি তোমার সমীপে উপস্থিত হ'ব।

দেববানী। আমি কূপমধ্যে পতিত হয়েছি। শুষ্ক কূপ, অগভীর—কিন্তু উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

যযাতি! (নিকটে যাইয়া দেখিল)—ভয় নাই।—(কূপের মধ্যে হাত বাড়াইয়া দিল)—তুমি আমার হাত ধর, আমি তোমায় উত্তোলন কর্‌ছি।

দেবযানী। হাত ধর্‌ব? আমি যে কুমারী—

যযাতি। বিপৎকালে বৃথা সঙ্কোচ পরিত্যাগ কর। আমার হাত ধর।

(যযাতি দেবযানিকে উত্তোলন করিল)

ঘূর্ণিকার প্রবেশ।

ঘূর্ণিকা। সখী! সখী! এই যে সখী—ওমা! একি! ইনি আবার কে?

দেবযানী। সখী! সখী! রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমায় মর্ম্মান্তিক অপমান করেছে। তারই ফলে আমি শুষ্ক কূপে পতিত হয়েছিলেম। আমি চীৎকার করে ডাকলেম, সে ফিরেও তাকালে না, গর্ব্বভরে চলে গেল। ইনি কূপ হ'তে উত্তোলন করে আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। কিন্তু এ প্রাণ আর আমি রাখব না। সখী, তুই পিতাকে গিয়ে বল্, আমি তাঁর চরণে শেষ বিদায় নেবার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি।

ঘূর্ণিকা। অ্যাঁ! সে কি গো! কূপে কি গো! সমুদ্দুর নয়, নদী নয়, নিদেন একটা সরোবরও নয়—শেষকালে কি না কূপে! তাও আবার একফোঁটা জল নেই—একেবারে শুষ্ক! সত্যিই তো! এ অপমান কি সহ্য হয়! তুমি কিছু ভেবো না, আমি এখুনি যাচ্ছি। তোমার বাবাকে বলে আমি এখুনি এর বিহিত কর্‌ব, তবে আমার নাম ঘূর্ণিকা।

(দ্রুত প্রস্থান)

দেবযানী। মহাশয়! আমি আপনার নিকট এ জীবনের জন্য ঋণী রইলেম। এ ঋণ কখনও শোধ হ'বে না।

যযাতি। না না দেবী! এযে মানুষ মাত্রেরই কাছে মানুষ অমানুষ সকলেরই প্রাপ্য। আমি শুধু আমার কর্ত্তব্য করেছি, তার বেশী তো কিছুই করি নি।

দেবযানী। অপরাধ নেবেন না, আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?

যযাতি। আমি চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি।

দেবযানী। অঁ্যা! চন্দ্রবংশীয়—রাজা—যযাতি! ক্ষত্রিয়! আপনি—তুমি কি কচের অভিশাপ, ঘটনার আবর্ত্তে অদৃষ্টের আকর্ষণে দেহ পরিগ্রহ করে কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্কের মত আমার কাছে ছুটে এসেছ?—নিয়তির চক্রান্তে আমার পাণিগ্রহণ করেছ?

যযাতি। দেবী! আমি তো কিছুই বুঝ্‌লেম না।

দেবযানী। কেমনে বুঝিবে রাজা?

কেমনে বা বুঝাইব আমি?

শোন রাজা—

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য খ্যাত তিন লোকে,

কন্যা আমি তাঁর।

দেবগুরু বৃহস্পতি-সুত কচ,

পিতৃশিষ্য, সতীর্থ আমার—

দিয়াছিল বিদায়ের আগে

সৌহার্দ্দের প্রীতি-নিদর্শন—

অক্ষয় স্মরণ চিহ্ন তার—অভিশাপ—

ক্ষত্রভর্ত্তা হইবে আমার।

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অতি মূর্খ তবু,

ক্ষুদ্রচেতা মানবের মত

সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে

পারে নাই সখ্য মোর করিতে গ্রহণ,—

করে কর দেয় নাই কভু,

দেয় নাই কোন দিন কোন উপহার।

এই উপহার তার প্রথম ও শেষ।
আমি যবে টানিয়াছি তারে
উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে,
সে শুধু চেয়েছে মোর চরণের পানে
ম্রীয়মান সঙ্কোচ লজ্জায়
ক্ষীণজীবি ভক্ত সম ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে
দেছে শুধু সেবা—সেবা—সেবা।
শেষে বিদায়ের দিনে—
যাক্, সে কথায় নাহি প্রয়োজন।
অভিশাপ তার—
ক্ষত্রভর্ত্তা হইবে আমার।
বিধির বিধান সম অলঙ্ঘ্য আদেশ,
কোনমতে নাহিক খণ্ডন।
তুমি রাজা ক্ষত্রকুল-চূড়া
আসিয়াছ সেই আকর্ষণে,
পাণি ধরি তুলেছ আমারে।
আমি বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী যুবতী—
তুমি পতি হয়েছ আমার।
এবে কর রাজা বিহিত যে হয়।

যযাতি। সে কি দেবী!
অন্ধ নহে শাস্ত্রের বিধান।
অনিচ্ছায় জীবন-রক্ষণ-প্রয়োজনে
মোর করে কর দেছ তুমি,—
দোষ তাহে স্পর্শে নাই কিছু।
অনাঘ্রাত কুসুমের মত

অনবদ্য নিরমল তুমি।
দেবী তুমি, আমি ক্ষুদ্র নর—
তৃণসম তুচ্ছ তব চরণের তলে।

দেবযানী। স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও রাজা।
পতি তুমি মোর,
পতিনিন্দা শুনিতে না চাই। হায়!
এ সংসারে পুরুষ কি এতই দুর্ল্ভ?
আমার সমান কেহ নাই?
সবে আসে কণ্ঠভরা কাকুতি লইয়া,
সম্ভাষণ নাহি করে কেহ!
আমি যেন প্রাণহীনা পাষাণ প্রতিমা,
বক্ষে মোর নাহি অনুভূতি,
নাহি খর শোণিতের স্রোতঃ,
আছে শুধু
মেরুর সে হিমানী-প্রবাহ,
শীতল পরশে যার হুতাশন সম
ক্ষত্রতেজঃ—তাও নিভে যায়।

যযাতি। নিভে নাই ক্ষত্রতেজঃ দেবী,
এ দেহের প্রতি বিন্দু শোণিতের মাঝে
আছে তাহা অটুট, অব্যয়।
অধর্ম্মেরে করি শুধু ভয়,
পাপে করি ঘৃণা। তুমি
মহাতেজা মহা-ঋষি ভার্গব-দুহিতা,
বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণ কুমারী,—
সকল বর্ণের মাতা,

পূজনীয়া গায়ত্রী সমান।
তোমারে কেমনে বল
পত্নীরূপে করিব গ্রহণ ?
আদর্শ নৃপতি আমি ধরণী মাঝারে,
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বল কেমনে লঙ্ঘিব ?

দেবযানী। ভাল রাজা, পিতা যদি করেন আদেশ,
অগ্নি সাক্ষী করি,
সাক্ষী করি শালগ্রাম শীলা
সম্প্রদান করেন আমারে,
কি করিবে তাহলে রাজন্ ?

যযাতি। কি করিব ?—(স্বগত)—হায় কি করিব ?
কেমনে পাইব পরিত্রাণ ?
সাধনার সিদ্ধি সম মানসী প্রতিমা
নাহি জানি কোন্ পুণ্যফলে
নামিয়া এসেছে আজি ত্রিদিব হইতে,
নয়নে রহিয়া গেছে সুখস্বপ্ন প্রায়,
দেছে ধরা গভীর রেখায়
পাষাণ-মরমে লেখা চিত্রপট সম।
দশদিক্ ছেয়ে গেছে বেদনা পুলকে,
নিঃশেষে ফুরায়ে গেছে রূপের ভাণ্ডার,—
চরাচরে আর কিছু দেখিবার নাই,
আর কারে চাহিবার নাই,—
তার মাঝে, হা বিধাতঃ ! একি বিড়ম্বনা !

দেবযানী। বল রাজা, নীরব কি হেতু ?

যযাতি। আমি—আমি—

শুক্রাচার্য্য ও ঘূর্ণিকার প্রবেশ ।

শুক্রা । অসম্ভব—অসম্ভব কথা ।
অতি অনুগত শিষ্য বৃষপর্ব্বা মোর
শর্ম্মিষ্ঠা দুহিতা তার—
সর্ব্বগুণে গুণবতী, ধর্ম্মপরায়ণা—
হেন কর্ম্ম কেমনে করিল ?

ঘূর্ণিকা । ঐ যা বল্‌লেন প্রভু ! 'ঘর্ম্ম' পরায়ণা । ঘর্ম্ম বলে ঘর্ম্ম—একেবারে গলদঘর্ম্ম ! কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এত ঘর্ম্ম হ'য়েও উত্তাপ কমে না । অহঙ্কারে যেন মট্‌মট্‌ কর্‌ছে !

(উভয়ে অগ্রসর হইয়া গেল)

শুক্রা । এই যে দেবযানী !—(যযাতি প্রণাম করিল)—কল্যাণ হোক, সর্ব্বাভীষ্ট লাভ কর ।

যযাতি । (স্বগত)—সর্ব্বাভীষ্ট ! ভাল দেখা যাক ।

শুক্রা । বৎস ! আমি এই ঘূর্ণিকার কাছে সব শুনেছি । তুমি আজ আমার কন্যার প্রাণ রক্ষা করেছ । এই কন্যা আমার প্রাণস্বরূপা, অতএব তুমি আমারও প্রাণ রক্ষা করেছ । কেমন করে তোমায় প্রতিদান দেব জানি না ।

যযাতি । কোন প্রয়োজন নেই প্রভু ! আমি আপনার দাসানুদাস—আপনার কৃপাপ্রার্থী ।

শুক্রা । বৎস ! তুমি কে পরিচয় দাও ।

যযাতি । আমি চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি ।

শুক্রা । আমি ঠিকই অনুমান করেছিলেম । তুমি সাধারণ নৃপতি নও—তুমি রাজচক্রবর্ত্তী । বৎসে দেবযানী ! আশ্রমে চল ।

দেবযানী । আশ্রমে আর আমি যাবনা পিতা ! আমার জীবনের উপর ধিক্কার জন্মেছে । অপমানিত জীবন বহন করার চাইতে মৃত্যু ভাল ।

শুক্রা। বৎসে! ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ক্রোধে তপস্যা নষ্ট হয়, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, বিবেক ধ্বংস হয়। শর্ম্মিষ্ঠা তোমার সখী, অবোধ বালিকা, তা'কে ক্ষমা কর। ক্ষমাই মহতের ভূষণ।

ঘুর্ণিকা। (জনান্তিকে)—না, সখী, কক্ষণো না। 'অবোধ বালিকা'! তা'হলে আমিও তো অবোধ বালিকা—আমাদের সাত পুরুষের ঢেঁকিটাও তো অবোধ বলিকা।

দেবযানী। পিতা, ক্ষমা আমি তা'কে কর্‌তে পার্‌তেম, যদি তা'কে অনুতপ্তা দেখ্‌তেম। কিন্তু সে এতই গর্ব্বিতা যে, আমি কূপে পতিত হ'য়ে চীৎকার কর্‌লেম, সে ফিরেও দেখলে না। তার এতদূর স্পর্দ্ধা, সে বলে কিনা—আমরা সগোষ্ঠী তার পিতার অন্নে প্রতিপালিত। এ অপমান অসহ্য। আপনি তা'কে ক্ষমা কর্‌তে চান, করুন। আমি কর্‌ব না।

শুক্রা। তুমি কি বলছ দেবযানী! আমরা সগোষ্ঠী তার পিতার—

দেবযানী। অন্নদাস।

শুক্রা। বটে!

দেবযানী। এর পরও কি ,তা'কে ক্ষমা কর্‌তে চান? আজ যদি আমরা এ অপমান সহ্য করে চুপ করে থাকি, তাহ'লে কাল তারা আমাদের পদাঘাত কর্‌বে :

শুক্রা। দেবযানী! দেবযানী!—

দেবযানী। পিতা! আমার অপমান মর্ম্মে এত বিদ্ধ হ'ত না, যদি না বুঝতেম যে, আমার অপমানে আপনার অপমান। আপনি কচকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করেছিলেন বলে তারা ক্রুদ্ধ হয়েছে। আপনার কার্য্যে বাধা দেবার জন্য আপনার রক্ষিত জেনেও বারম্বার তারা কচকে বধ করেছিল।

ঘুর্ণিকা। বটেই তো। জাত অসুর, তারা কখনও ভদ্রলোক হয়?

বৃষপর্ব্বার প্রবেশ।

বৃষ। পিতা! আপনি আমকে স্মরণ করেছেন?

শুক্রা। করেছি। তোমার কন্যা কোথায়? তা'কে সঙ্গে আনতে বলেছিলেম।

শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ।

শর্ম্মিষ্ঠা। এই যে আমি এসেছি।

যযাতি। হৃদয় শান্ত হও—স্তব্ধ হও—স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হ'য়ো না।

শুক্রা। রাজা! তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমার প্রাণোপমা দেবযানীকে বিনাদোষে মর্ম্মান্তিক অপমানিত করেছে—তাকে কূপে নিক্ষেপ করেছে, আর একটু হ'লেই তার মৃত্যু হ'ত। দুষ্ক্রিয়ান্বিত দৈত্য তোমরা, আমার নিকট এতকাল শিক্ষালাভ করেও নিজেদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরিহার কর্‌তে পারনি। আমি তোমাদের বহু দোষ বহু ত্রুটী মার্জ্জনা করেছি, কিন্তু আর আমি সহ্য করব না। আমি আজ্‌ই—এই মুহূর্ত্তে কন্যাকে নিয়ে তোমার রাজ্য পরিত্যাগ করে চলে যাব।

শর্ম্মিষ্ঠা। আমি তো দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করি নি। তবে পিতৃনিন্দা শুনে আমি বিচলিতা হয়েছিলেম।

দেবযানী। হাঁ, তোমার পিতা আমার পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—কেমন না? ত্রিলোকপূজিত শুক্রাচার্য্য সগোষ্ঠী তোমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত, কেমন না?

বৃষ। মা! মা! আমি তোমার সন্তান। সন্তানকে দয়া কর। শর্ম্মিষ্ঠা অবোধ বালিকা। তার প্রতি ক্রোধ করো না। পিতা! আমি আপনার শিষ্য, নিতান্ত আশ্রিত। আমাকে পরিত্যাগ করে দৈত্যকুলকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ কর্‌বেন না।

শুক্রা। বৎস! আমি কি করব? তোমাদের কর্ম্মফল! নৈলে শর্ম্মিষ্ঠা এমন কাজ করবে কেন? এমন কথা উচ্চারণ করবে কেন?

বৃষ। বেশ, আপনি নিজে তাকে দণ্ড দিন। ইচ্ছা হয়, আমাকেও দণ্ড দিন। তাই বলে দৈত্যকুলকে পরিত্যাগ করবেন না। আপনার আশ্রয় হ'তে বঞ্চিত হ'লে তারা দেবগণের সংঘর্ষে এক মুহূর্ত্তে চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

শুক্রা। তোমরা যদি দেবযানীকে সন্তুষ্ট করতে পার, তবেই আমরা তোমার অধিকারে থাকব। এই কন্যা আমার প্রাণাধিক প্রিয়। তা'কে অসন্তুষ্ট আমি করতে পারব না!

বৃষ। বেশ, তাই হবে। বল মা, কিসে তুমি প্রীতা হবে? তুমি তাপসশ্রেষ্ঠ ভার্গবের কন্যা, ত্রিভুবনের নমস্যা। তোমার আদেশ আমি নতমস্তকে পালন করব।

দেবযানী। রাজা, বুঝ্‌লেম তোমার অপরাধ নেই। কিন্তু তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা অতি গর্ব্বিতা। তার এ অন্যায় অহঙ্কার আমি ক্ষমা করতে পারি না। এর জন্য তা'কে শাস্তিভোগ করতে হবে।

বৃষ। উত্তম। তুমি আদেশ কর, কি তার শাস্তি? সে দাসীর ন্যায় নতমস্তকে তোমার আদেশ পালন করবে।

দেবযানী। তাই যদি, তবে আমি আদেশ করছি—সে চিরজীবনের মত আমার—আমার—আমার—

ঘূর্ণিকা। (একান্তে দেবযানীর কাণের কাছে)—বলনা, দাসী হ'য়ে থাকবে।

দেবযানী। আমার দাসী হ'য়ে থাকবে।

বৃষ। তাই হবে মা, তাই হবে। তোমার পিতার চরণাশ্রিত সেবক আমি, আমার কন্যাও তোমার সেবিকা হবে—এ আর বেশী কথা কি মা?

যযাতি। হায়! কি করব?

শুক্রা। রাজা! তুমি মহৎ। তোমার কার্য্যের অর্থ আমি বুঝেছি। দুঃখিত হ'য়ো না বৎস, সংসারে কিছুই বিফল হয় না। তোমার এ মহান্ আত্মত্যাগের পুরস্কারও তুমি একদিন পাবে।

বৃষ। পিতা! আমি আপনার চরণছায়ায় বসে সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করব।—(দেবযানীর প্রতি)—মা! আপাততঃ শর্ম্মিষ্ঠাকে কিছুক্ষণের অবকাশ দাও, সে তার গর্ভধারণী এবং পরিজনগণের নিকট বিদায় নিয়ে আসুক।

শর্ম্মিষ্ঠা। দেবি! অনুমতি করুন, আমার সখীরাও আমার সঙ্গে থাকবে। তারাও আপনার দাসী হবে। আমার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'লে তারা একদিনও বাঁচবে না।

দেবযানী। উত্তম, আমার আপত্তি নেই।

(বৃষপর্ব্বা ও শর্ম্মিষ্ঠার প্রস্থান)

শুক্রা। চল্ মা দবযানী, আমরা আশ্রমে যাই। এস রাজা, আজ তুমি আমার অতিথি।

যযাতি। আমায় ক্ষণকাল মার্জ্জনা করুন প্রভু। আমার অনুচরগণ বহুক্ষণ আমাকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হয়েছে। আপনারা অগ্রসর হোন, আমি তা'দের সন্ধান করে পশ্চাতে যাচ্ছি।

শুক্রা। বেশ, তুমি সানুচর আমার অতিথি।

(শুক্রাচার্য্য ও দেবযানীর প্রস্থান—যযাতির ভিন্ন দিকে প্রস্থান)

ঘুর্ণিকা। সব হ'ল, কিন্তু ঘুর্ণক গেল কোথায়? কোথাও তো তা'কে দেখতে পাচ্ছি না। আর কোথায়ই বা খুঁজি ?

চিন্তিতভাবে ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ।

ঘণ্টা। তাইত, মহারাজ গেলেন কোথায়?

ঘুর্ণিকা। এই যে ঘুর্ণক—

ঘণ্টা। ও বাবা! যেখানে বাঘের ভয় সেই খানেই সন্ধ্যে হয়। এখন পালাই কোন পথে?

ঘুর্ণিকা! ঘুর্ণক! আমি তোমাকে অনেকক্ষণ থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ঘণ্টা। (স্বগত)—আমিও তোমাকে অনেকক্ষণ থেকে এড়াবার চেষ্টা করছি।

ঘুর্ণিকা। আমায় চিন্‌তে পারছ না? আমি ঘুর্ণিকা।

ঘণ্টা। তা অনেকক্ষণ বুঝেছি। আমার পশ্চাদ্ভাগে যে রকম চর্‌কিঘোরন ঘুর্‌ছ, তা'তে ঘুর্ণিকা না হয়ে কি যাও?

ঘুর্ণিকা। চিন্‌তে পার্‌ছ, ত কথা কইছ না কেন?

ঘণ্টা। কথা কইব কি, তোমাকে দেখে আমার হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে।

ঘুর্ণিকা। বটে! তুমি আমায় চেন না, তাই আমার সঙ্গে ও রকম নকড়া ছকড়া করছ? শোন, আমি মহর্ষি শুক্রচার্য্যের কন্যা দেবযানীর প্রধানা সখী। অতএব সাবধান!

ঘণ্টা। আর আমি কে তা জান? আমি চন্দ্রবংশাবতংস মহারাজ যযাতির বিদূষক।

ঘুর্ণিকা। কি 'সক' বল্‌লে?

ঘণ্টাকর্ণ কুষক নয়—কুষক নয়—বিদূষক।

ঘুর্ণিকা। হ্যাঁগা, বিদূষক কি?

ঘণ্টা। বিদূষক—অথাৎ ইয়ে, তোমার গে—বিদূষক—

ঘুর্ণিকা। ওঃ নপুংসকের মত একটা কিছু বুঝি?

ঘণ্টা। কাছাকছি বটে, তবে ঠিক নয়। বিদূষক—অর্থাৎ বয়স্য—যা'কে চলিত ভাষায় বলে ভাঁড়।

ঘুর্ণিকা। ভাঁড়? কি ভাঁড়? মাটির ভাঁড়? এক পয়সায় চারটে?

ঘণ্টা। উঁহুঁ! এ ভাঁড় বিনামূল্যে বিতরিত। তবে টাট্‌কা নতুন ভাঁড় কিনা, তাই শোষক গুণটা কিছু বেশী।

ঘূর্ণিকা। অর্থাৎ ?

ঘণ্টা। অর্থাৎ এই ধর, তুমি যদি ঘূর্ণিকা না হ'য়ে খর্জ্জুরবৃক্ষ হ'তে, তাহ'লে আমি কিছু মাত্র দ্বিধা না করে তেমার গলায় ঝুলে পড়তুম। ফোঁটা ফোঁটা করে মিষ্ট রস গড়িয়ে পড়ত, আর আমি চোঁ চোঁ করে শুষে নিতুম।

ঘূর্ণিকা। আহা, বেশ বেশ! একেই তো বলে রসিক। তা তোমার দুঃখ কর্‌বার কারণ নেই। আমি ঘূর্ণিকাও বটি, খর্জ্জুরবৃক্ষও বটি। রসও আছে আবার কাঁটাও আছে। ক্রমশঃ তার পরিচয় পাবে। এখন চল দেখি আমার সঙ্গে।

ঘণ্টা। কোথায় বল ত।

ঘূর্ণিকা। আহা এসই না।

ঘণ্টা। উঁহুঁ—আমার এখন অনেক কাজ আছে।

(ঘণ্টাকর্ণের প্রস্থানোদ্যোগ—ঘূর্ণিকা তাহার হাত ধরিল)

ঘূর্ণিকা। কোথায় পালাও আমায় ফেলে ?

ঘণ্টা। আহা কর কি, কর কি, হাত ছাড়। আচ্ছা আচ্ছা আমি যাচ্ছি। তুমি এগোও, এ নেজুড় পশ্চাতেই রইলেন।

ঘূর্ণিকা। উঁহুঁ। পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস নেই। এসো।

(উভয়ের প্রস্থান)

শুক্রাচার্য্য ও যযাতির প্রবেশ।

শুক্রা। বৎস! জানি আমি ভালমতে,
ব্রাহ্মণ-কুমারী
পূজনীয়া সকল বর্ণের।

তবু তুমি কর্ম্ম-আকর্ষণে
পাণি ধরি তুলেছ তাহারে,
তদুপরি, বরণ সে করেছে তোমারে
আপনার স্বাধীন ইচ্ছায়।
তুমি যদি না কর গ্রহণ,
অন্য বরে কেমনে বিবাহ দিব তার ?
দ্বিচারিণী ধর্ম্মভ্রষ্টা
কেমনে করিব বল আপন কন্যায় ?

যযাতি। কিন্তু প্রভু,
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুসারে—

শুক্রা। জানি—জানি।
দোষ যদি স্পর্শে কিছু ইথে,
মোর তপোবলে খণ্ডিব কলুষ,—
নিরমল হবে তুমি ব্রাহ্মণ সমান।
কিন্তু যদি প্রতিগ্রহ নাহি কর
কুমারীর স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-নিবেদন,
মহাপাপ হইবে তোমার।
তদুপরি অভিশাপ তার
নিদারুণ তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষ সম
দংশিবে তোমারে—
ভস্মীভূত হ'বে তব ইহপরকাল,
রাজ্য নষ্ট প্রজা ধ্বংস হবে।

যযাতি। না না প্রভু, মোর যাহা হয় হোক,
প্রজাদের কোন দোষ নাই।
তাহাদের কেন দণ্ড হবে ?

শুক্রা। রাজদোষে প্রজা নষ্ট হয়।
শোন রাজা হিত উপদেশ—
দিনমান রহ উপবাসী,
গোধূলিতে তব করে দিব সম্প্রদান
প্রাণাধিকা দেবযানী দুহিতা আমার
অন্তরের আশীর্ব্বাদ সনে।
হবে তব পরম কল্যাণ,
শ্রীবৃদ্ধি হইবে নিত্য অশেষ বিশেষে।

যযাতি। কিন্তু—

শুক্রা। কিন্তু রাজা—এক কথা রাখিও স্মরণ—
দেবযানী হ'বে তব প্রধানা মহিষী,
শর্ম্মিষ্ঠা রহিবে সদা কিঙ্করী তাহার।
তুমি প্রভু দোঁহাকার ;—সাবধান!
দাসীরে করো না কভু প্রণয়-সঙ্গিনী।
অবহেলা কর যদি এ আদেশ মোর,
সর্ব্বনাশ হবে রাজা মম অভিশাপে।
এস— (প্রস্থান)

যযাতি। আমি—আমি—
হা বিধাতঃ! একি দায়ে ঠেকালে আমারে!

(প্রস্থান)

বৃষপর্ব্বা, শর্ম্মিষ্ঠা ও সুলেখা প্রভৃতি সখীগণের প্রবেশ।

বৃষ। মা! আজ জ্ঞাতিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত তোকে বলি দিলেম। নিজেকেও বলি দেবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত রয়েছি। তোর পিতা কাপুরুষ নয় মা, নিষ্ঠুর নয়,—শুধু অবস্থার দাস। তা'কে অপরাধী কর্‌বার

আগে ভেবে দেখিস কতখানি নিরুপায় হ'য়ে সে আজ তোর মায়া বিসর্জ্জন দিয়েছে।

শর্ম্মিষ্ঠা। বহু পূর্ব্বেই তা বুঝেছি বাবা। আজ তুমি জ্ঞাতিগণের মঙ্গলের জন্য নিজহস্তে নিজের হৃদ্‌পিণ্ড ছেদন করেছ। এটুকু যদি না বুঝতে পার্‌ব, তবে সংসারে রাজকন্যা হ'য়ে জন্মেছি কেন? বুঝেছি বলেই তখন নির্ব্বাক্ হ'য়ে তোমার মুখের পানে চেয়েছিলেম। এক একবার ভয় হচ্ছিল, বুঝি বা তুমি পথ ভুলে যাও, এই ছার কন্যার মায়ায় জ্ঞাতিগণের মঙ্গল বিসর্জ্জন দাও। কিন্তু যখন বুঝলেম তুমি কত উচ্চ কত মহান্ তখন আমার দৃষ্টি আপনা হ'তেই নুয়ে পড়ল। আমার জন্য দুঃখ করো না বাবা, পদধূলি দাও, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি চিরদিন তোমার কন্যা বলে গর্ব্ব কর্‌তে পারি,—যেন প্রয়োজন হ'লে পরের মঙ্গলের জন্য আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে পারি।

বৃষ। আশীর্ব্বাদ করি মা, চিরদিন তোমার নাম জয়যুক্ত হোক, কাব্যে ইতিহাসে পুরাণে তুমি অমর হ'য়ে থাক। (প্রস্থান)

সখীগণ। গীত।

একি সখী করম লেখা!
মরম ভাঙ্গিয়া গেল সোণার স্বপনে গো,
আঁধার হইয়া গেল অরুণ-রেখা।
কামনা-কুসুমে কত আশার কোরক দিয়া
কোমল এ হিয়াখানি রেখেছিনু সাজাইয়া,—
মলয়জ পরশিতে সকলি দহিয়া গেল,
অমিয় করিতে পান গরলমাখা!
কণ্ঠ রোধিয়া গেল গাহিতে পুলক-গান,
দেখিতে হ'ল না দেখা॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাজা যযাতির অশোক কানন—অনতিদূরে ক্রীড়াপর্ব্বতোপরি স্ফটিক মণ্ডিত প্রমোদ ভবন। সময় চন্দ্রালোকিত রাত্রি।

মর্ম্মর-বেদীর উপর দেবযানী অর্দ্ধশয়ান ভাবে উপবিষ্টা, শর্ম্মিষ্ঠা বেদীর পাদমূলে উপবিষ্টা। ঘূর্ণিকা সুলেখা প্রভৃতি সখীগণ গাহিতেছে—

সখীগণ।

গীত।

পুরুষ যেদিন বিধাতার কাছে চেয়েছিল—
হরষে আকুল প্রথম মলয় পরশে,
পিয়াসে ব্যাকুল চন্দ্রকিরণ দরশে—
কি সে জানে না—তবু আনমনে
গুণ্ গুণ্ করে গেয়েছিল,—
সেদিন আইল নারী ভরিয়া কনক ঝারি,—
তারা আপনা বিলায়ে সকল হারায়ে
আপনার জনে পেয়েছিল।
রুদ্ধ দোঁহার হৃদয়-দুয়ারে বসন্ত সাড়া দিয়েছিল

ঘূর্ণিকা। (শর্ম্মিষ্ঠা ব্যতীত অন্যান্য সখীগণকে লক্ষ্য করিয়া)—তোরা যা, সখীর জন্য প্রচুর ফুল তুলে নিয়ে আয়।

শর্ম্মিষ্ঠা। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই যা। বড় বড় প্রস্ফুট রজনীগন্ধা, ছোট ছোট শুভ্র যুথিকা, বেলা, মালতী, বকুল—সব আনবি। সরোবর-তীরে দেখে এসেছি গাছভরা অশোক চম্পক ফুটে আছে। তাও আনবি। যা।

ঘূর্ণিকা। আ মর্ !

(শর্ম্মিষ্ঠা ও ঘূর্ণিকা ব্যতীত অন্যান্য সখীগণের প্রস্থান)

শর্ম্মিষ্ঠা। (ঘূর্ণিকার প্রতি)—সখী! আজ এই মধুমাসে স্ফুট চন্দ্রালোকে, এসো, লতাকুঞ্জে মর্ম্মর-শয়নে সখীর নূতন করে ফুলশয্যার আয়োজন করি।

(ঘূর্ণিকা উত্তর দিল না, অলক্ষ্যে মুখভঙ্গি করিল)

দেবযানী। (ঘূর্ণিকার প্রতি)—সখী! দেখে আয়
মহারাজ ফিরেছেন কিনা
মৃগয়া হইতে।

ঘূর্ণিকা। না সখী, এখনও ফেরেন নি। এই তো আমি দেখে আসছি। তিনি এলেই তুমি সংবাদ পাবে, সে বন্দোবস্তও করে এসেছি। আর তাও বলি সখী, তাঁর কর্ত্তব্য হবে ফিরেই প্রথমে তোমার সঙ্গে দেখা করে তারপর রাজপুরীতে যাওয়া। তুমি তাঁর প্রতীক্ষা করছ, এটা বোঝা উচিত।

শর্ম্মিষ্ঠা। তিনি সবই বোঝেন? কিন্তু কি করবেন, তিনি যে রাজা। অক্ষক্রীড়া কিম্বা মৃগয়ার আবাহণ তো আর তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। তা ছাড়া রাজপুরীতে তাঁর বহু কর্ত্তব্য আছে।

ঘূর্ণিকা। রাজমহিষীদের তো ঐ দুই কাল—অক্ষক্রীড়া এবং মৃগয়া। এক ভস্ম আর ছার। দিনরাত ঐ নিয়ে কি সুখই যে পান তা'ত বুঝি না।

দেবযানী। জানিস কি সখী,
পুরুষ কি চায় ?
নারী তার কতটুকু করে অধিকার ?

ঘুর্ণিকা। না সখী, ও সব আমি জানিনা। সংসারে এসে পুরুষই দেখলুম না, তা কেমন করে জানব বল ? পেয়েছি এক মাটার ভাঁড়, টুস্‌কি মার্‌তে ভয় করে, কি জানি যদি ফেটে যায়। তার আবার দেমাক কত ? বলেন কিনা আমি তৎপুরুষ। তিনি যে নাম পুরুষ, অর্থাৎ নাম-মাত্র পুরুষ এবং কর্ম্মকারক তা'ত আর নিজে জানেন না।

দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠা ! কহ শুনি
তব কিবা অনুমান ?

শর্ম্মিষ্ঠা। কেমনে বলিব ?
মোর মনে লয়
পুরুষ এ বিশ্বরাজ্যে চির অধীশ্বর —
পরাক্রম অনন্ত অসীম—
নারী তার সংযমের বাঁধ।
রশ্মিহীন তুরঙ্গম যথা
আপনি ছুটিয়া যায় বিনাশের পথে—
উত্তাল তরঙ্গ যথা
কূলে কূলে আছাড়িয়া পড়ে,
কূল ভেঙ্গে ভীষণ প্লাবনে
জনপদ ধ্বংস করে দেয়—অবশেষে
আপনি হারায়ে ফেলে আপনার গতি,
বারিরাশি মিশে যায় অসীমের সনে,
কর্দ্দম রহিয়া যায় শুধু অবশেষ—
পুরুষ তেমতি

নারী বিনা ধ্বংস হয় আপন বিক্রমে।
তাই সে নারীরে ভালবাসে,
অন্ধকের যষ্ঠি সম আপনার বলি
প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরে।

ঘুর্ণিকা। ইস্! পুরুষের প্রতি ভক্তি যে আর ধ
এত যে পুরুষের প্রতি টান, বল দেখি নারীর কাছে পুরুষ) (প্রস্থান)

শর্ম্মিষ্ঠা। পুরুষ সে মহীরুহ সংসার কান্তারে— আজ একটু
নারী হেথা বল্লরীর মত ষষ্ঠার
জড়া'য়ে ধরিতে চায় তারে, —
তারে ভর করি
বাড়িয়া উঠিতে চায়
ফলে ফুলে নূতন মুকুলে
আপনারে করিতে সার্থক।

ঘুর্ণিকা। (স্বগত) ওঃ নিষ্ঠা কত! তবু তো একটা এখনও জোটে নি।

দেবযানী। ভুল সখী, ভুল, ভুল—
পুরুষ সে শিশু সম
নিত্য চাহে নব ক্রীড়নক।
নারী তার খেলার পুতুল,
ভালবাসে দুই চারি দিন।
পরে যবে
উজ্জ্বল বরণ-ছটা ম্লান হ'য়ে যায়,
চঞ্চল সে ছুটে যায় নূতন প্রমোদে
লভিবারে নব উত্তেজনা।
পথ চেয়ে বসে থাকে নারী

দেবযানী। জামিয়ার পূর্ণ পাত্র ল'য়ে—
পুরু চাহে করিতে পান আকণ্ঠ মদিরা।
নারঝিতে না পারি কোন সুখে, কি আশায়

ঘুর্ণিকা। না াপনা বিলায় নারী
দেখলুম না, তা হন মূর্খ অকৃতজ্ঞ পুরুষের পায়।
টুস্‌কি মার্‌তে (নেপথ্যে দামামাধ্বনি)
কত? ও কি?
মাত্র ঘুর্ণিকা। ফিরিয়া এলেন মহারাজ।
দেখিলে তো—
তুমি যে বসিয়া আছ হেথা
পথ চেয়ে প্রতীক্ষায় তাঁর,
সে কথাও মনে নাই!
রাজকার্য্য, রাজপুরী, রাজপরিজন
বড় হ'ল তাঁর কাছে।
একবার ক্ষণেকের দেখা,
মনরাখা গোটা দুই কথা—
তাও হায় এতই দুর্লভ!

দেবযানী। (স্বগত)—ভুল করিয়াছি।
ব্রাহ্মণ হইতে
বহু নিম্নে ক্ষত্রিয়ের স্থান।
কেন হায় মাল্যদান করিনু তাহারে?
সে ত বুঝিল না
ভাগ্য তার কত অনুকূল।
ছিল অভিশাপ? ক্ষতি কিবা?
অসাধ্য সাধন হয় ব্রাহ্মণের তপে

বিফল কি হইত না তুচ্ছ অভিশাপ ?
বৃথা চিন্তা এবে—
পথ আর নাহি ফিরিবার।
(প্রকাশ্যে)—সখী, ক্লান্ত আমি,
বিশ্রামের প্রয়োজন।
চলিলাম শয়ন-মন্দিরে। (প্রস্থান)

ঘুর্ণিকা। তা'ত বটেই। যে রোগের যে ওষুধ। আজ একটু ঝাঁঝাল রকম অভিমান না হ'লে রাজার শিক্ষা হবে না। (শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি)—সখী, তুমি পুরুষকে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করছ—ঠিকই—কিন্তু ভুল করেছ নারীর বেলায়। নারী তার রশ্মি নয়, চাবুক। যদি সপাং করে পীঠে না পড়তে পারে, তবে কোন কাজেই লাগে না। আমিও যাই, সখীকে একটু হাওয়া করিগে। (হাঁই তুলিয়া)—আজ ভাঁড় ফাটে কি ফোটে, রাজার পেছু পেছু ঘুরে বেড়ানর মজাটা টের পাইয়ে দেব। (প্রস্থান)

শর্ম্মিষ্ঠা। হায় রাজা! দুর্ভাগ্য তোমার—
অন্তর দেখে না কেহ,
চাহে শুধু বহিরাবরণ।—
আর দুর্ভাগ্য আমার—
মরমের গোপন মন্দিরে
বড় সাধে নিরমিনু বেদী,
সারা বেলা গাঁথিলাম মালা,
ফলে ফুলে অর্ঘ্য সাজাইয়া
রহিলাম প্রতিক্ষায়
নিবেদিতে চরণে তোমার,—
ভাগ্যদোষে সকলি বিফল হ'য়ে গেল!

না—না, একি চিন্তা !
তুমি মম স্বামিনীর স্বামী
আমি দাসী—দাসী দাসী
দূর হ'তে দিব শুধু সেবা,
চরণ পরশে মম নাহি অধিকার।
না না, কিছু খেদ নাহি মোর।
এ জনমে করে যাব দানের সাধনা,
প্রতিদান চাহিব না কিছু,—
জন্মান্তরে, হে বিশ্বদেবতা !
সাধনার সিদ্ধি মোরে দিও।

গীত।

(সখা !) আমি এ জনম রহিনু দূরে—
শুধু সুদূরের দেখা,—মরমের পটে লেখা
গোপন মিলন সখা ! স্বপন-পুরে।
আমার মাধবী রাতে, আমার শারদ প্রাতে
রবে মোর সাথে সাথে ভুবন জুড়ে।
যেথা থাক যেথা যাও, চাও কিবা নাহি চাও,
তব চরণের, সখা, রেখাটী ঢুঁড়ে
(আমি) আসিব—আসিব—আসিব ফিরে ॥

সুলেখা একি সখী, তুমি যে একা বসে আছ ?

শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানী ক্লান্ত হ'য়ে শয়ন মন্দিরে গেছে, ঘুর্ণিকাও তার সঙ্গে গেছে।

সুলেখা আর তুমি ?

শর্ম্মিষ্ঠা। আমি যে দাসী। আমার আবার ক্লান্তি অবসাদ কি ?

সুলেখা। তার জন্ম দুঃখ কেন সখী? তোমার এই দাসীত্বের অন্তরালে যে আত্মত্যাগের গৌরব তোমাকে সকলের ঊর্দ্ধে স্থান দিয়েছে, দেবযানী কখনো তা নাগাল পাবে না।

শর্ম্মিষ্ঠা। বেশ, দেবযানীকে এ কথা বলব, দেখি সে কি বলে।

সুলেখা। ইচ্ছা হয় বলতে পার। কিন্তু সে এ কথা বুঝবে না। সে ভেবেছে, সে তোমাকে হারিয়ে দিয়েছে। যে সংসারে শুধু নিজেকে ভালবাসে, সে ত্যাগের মহত্ব বুঝবে কি করে? যাক সে কথা। সখী, আজ আমরা অনেক দিন পরে সুযোগ পেয়েছি। এস, খানিকক্ষণের জন্ম দাসীত্ব-শৃঙ্খল খুলে ফেলি।

শর্ম্মিষ্ঠা। কি করতে চাস?

সুলেখা। দেখে এলেম সখী, সরোবরের কালো জল চন্দ্রকিরণে মিশে গলিত রজতের মত ঝক্‌মক্ করছে। দেখে বড় দুঃখ হ'ল। মনে হ'ল, এমন চাঁদনী রাত, ফুলের গন্ধ, মলয়-হিল্লোল, স্ফটিকস্বচ্ছ বারি পরিপূর্ণ এমন সুখ-সরোবর, কিছুই আমাদের ভোগে এল না। বিধাতার উপর রাগ হ'ল। কিন্তু এখন দেখছি, বিধাতার বিশুষ্ক প্রাণে এখনও একটু রস অবশিষ্ট আছে। বুঝি তাই আজ আমাদের সুযোগ মিলিয়ে দিয়েছে। চল সখী, সেকালের মত আজ আবার জলকেলি করিগে।

অন্যান্য সখীগণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চল, বেশ মজা হবে।

সুলেখা। রজত-সরোবরে সোণার অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে মনের সাধে স্নান করব। তারপর—

শর্ম্মিষ্ঠা। তারপর আবার কি?

সুলেখা। তারপর এই ফুলের রাশি—দেবযানীর ভাগ্যে নেই। থাকুক সে তার রাণীত্বের গৌরব নিয়ে, নিষ্কণ্টকে নিদ্রাসুখ উপভোগ করুক। আমরা এই ফুলে তোমায় সাজাব।

শর্ম্মিষ্ঠা। না না, তা কি হয়?

সুলেখা। খুব হয়। চল সখী।

সুলেখা ও অন্যান্য সখীগণ। গীত।

(আজ) সুখ-সায়রে চাঁদের কিরণ উথলে উঠেছে,
গন্ধে আকুল অন্ধ মলয় ব্যাকুল ছুটেছে।
(সখী) বুকের মাঝে জেগেছে ফাগুন,
মনের আগুন জ্বলেছে দ্বিগুণ,—
নিভাইগে চল্ সোহাগ জলে, আজকে বাধা টুটেছে।—
সোণার বরণ তরুণ তনু সাজা'তে ফুল ফুটেছে॥

(সকলের প্রস্থান)

ঘূর্ণিকা ও ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ।

ঘূর্ণিকা। না না না, আমি আর তোমার কোন কথা শুনব না।

ঘণ্টা। আচ্ছা, খামখা খামখা চট কেন বল ত ?

ঘূর্ণিকা। চটব না ? চটি তোমার স্বভাবে।

ঘণ্টা। আচ্ছা, আমার কি দোষ ?

ঘূর্ণিকা। তোমার দোষ কি গুণে শেষ করা যায় ? কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব ?

ঘণ্টা। ওরই ভেতর বাছা বাছা গোটা কতক বল না, যা টপাটপ মনে পড়ে।

ঘূর্ণিকা। তবে শোন। প্রথমতঃ—তুমি মিথ্যাবাদী এবং প্রবঞ্চক।

ঘণ্টা। কিসে ?

ঘূর্ণিকা। সর্ব্ব বিষয়ে। এই ধর, গোড়াতে তোমায় নাম বলেছিলে 'ঘূর্ণক'। আমি তাই শুনে তোমার প্রেমে পড়ে গেলুম। ওমা ! তার পর বিয়ের সময় শুনি—তোমার নাম 'ঘণ্টাকর্ণ'। তখনই বুঝলুম ওটা উচ্চারণের ভুল। আসল কথাটা 'ঘণ্টা-কর্ম্ম'—অর্থাৎ কাজের বেলায়

ঘণ্টা। আগে যদি তোমার ও নাম শুনতুম, তাহ'লে আমি কক্ষণো তোমার সঙ্গে প্রেম কর্‌তুম না।

ঘণ্টা। ওঃ তাই। তা ওতে কোন দোষ হয় নি।—কেননা, ঘুর্ণিকা, ঘুর্ণক, ঘণ্টাকর্ণ—সব ক'টা নামেরই গোড়ার অক্ষর "ঘ"। তা ছাড়া মূর্দ্ধণ্য "ণ"য়ে রেফ্ এবং "ক" ও সব ক'টার মধ্যেই আছে। উপরন্তু 'ঘণ্টা'র আণ্টাটা তুমি বেশী পেয়েছ। অতএব তোমার কিছুমাত্র ঠকা হয় নি। তা সে যা হবার হয়ে গেছে। এখন ক্ষেমা ঘেন্না করে ঘরে চল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়ে যায়। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমার—

ঘুর্ণিকা। জানি গো জানি। যতক্ষণ রাজার পোঁ ধরে বনে বনে ঘুরে বেড়াও, ততক্ষণ ঘুর্ণিকার কথা মনে থাকে না। আর ক্ষিদে পেলেই ঘুর্ণিকার খোঁজ পড়ে। ঘুর্ণিকা যেন ওঁর ভাতের হাঁড়ি—সুখ দুঃখু নেই, সাধ আহ্লাদ নেই, দিনরাত নেই, চিরকালই সায়ং সন্ধ্যা নাস্তি।

ঘণ্টা। (স্বগত)—তাহ'লে তো বাঁচতুম। সংক্রান্তির দিনে কেলে হাঁড়ির বিসর্জ্জন হ'ত।—(প্রকাশ্যে)—প্রেয়সী! ঘাট হয়েছে। এবার থেকে আর রাজার পোঁ ধর্‌ব না। দিনরাত তোমার অঞ্চল ধরে দেয়ালা করে বেড়াব। এখন চল।

ঘুর্ণিকা। না না, সে সব হবে না। মহারাণী রাজার উপর অভিমান করে শয্যা নিয়েছেন। আমি ও যাই, একটু গড়াই গে। (প্রস্থান)

ঘণ্টা। প্রেয়সী! যেওনা যেওনা, শোন শোন—কাকস্য পরিবেদনা! কিন্তু কি চমৎকার পতিভক্তি! যেমন মহারাণী, তেমনি তাঁর সখী। মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমটা দেখছি স্ত্রী-শিক্ষার পুণ্যপীঠ, স্ত্রী-স্বাধীনতার তীর্থক্ষেত্র। তা সে কথা যাক, এখন করি কি? যাই, দেখি যদি ভাঁড়ারীকে ডেকে তুলে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সংগ্রহ কর্‌তে পারি। (প্রস্থান)

যযাতির প্রবেশ।

যযাতি। মহারাণী! মহারাণী!—কোথা মহারাণী?

কোথা গেল সখীগণ? আশ্চর্য্য!
কেহ মোরে বার্ত্তা নাহি পুছে!
আমি যেন পথহারা ভিখারী অনাথ,—
আসি কিম্বা যাই,
ক্ষতি বৃদ্ধি নাহি কারু কিছু।
কারে বা জিজ্ঞাসি?

প্রতিহারিণীর প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজ, মহারাণীকে খুঁজ্‌ছেন? তিনি আপনার বিলম্ব দেখে নিদ্রিত হয়ে পড়েছেন।

যযাতি। নিদ্রিত হয়ে পড়েছেন!—আচ্ছা, তুমি যাও।

(প্রতিহারিণীর প্রস্থান)

পতি, রাজা তার, পরিশ্রান্ত মৃগয়ায়
দিনমান বনে বনে ভ্রমি,
নিশিতে আইলা ঘরে বিশ্রামের আশে,—
হেথা অঙ্কলক্ষ্মী তার
রুদ্ধদ্বার শয়ন-মন্দিরে
সুখ-স্বপ্নে সুষুপ্তি মগন!—
একি আচরণ!
পদে পদে লক্ষ্য করিয়াছি—
মনে মনে ধারণা তাহার,
বড়ই করুণা মোরে
করেছে সে পতিত্বে বরিয়া!
অতীব বিস্ময়কর!
সর্ব্বনীতিশাস্ত্র যাঁর নখ-দর্পণেতে,
সেই শুক্রাচার্য্য-সুতা

মহারাণী দেবযানী যদি
পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম নাহি করয়ে পালন,
অন্য নারী কেন হবে পতি-অনুগামী ?
শত শাস্ত্র, শত উপদেশ
পশ্চাতে পড়িয়া রহে,
দৃষ্টান্ত চলিয়া যায় আগে।
পৃথিবীতে প্রধানা যে নারী,
তারে হেরি শিখিবে সকলে—
ঘরে ঘরে নারীজাতি হইবে প্রধান
পতিরে কৃপার পাত্র ভাবি।
স্বেচ্ছাচার—স্বেচ্ছাচার পরিণাম তার।
কি করিব ? পরিত্যাগ যদি করি,
শুক্রাচার্য্য দিবে অভিশাপ।—
রাজ্য নষ্ট প্রজা ধ্বংস হবে।
কিম্বা রাজ্য ত্যজি পশিব কাননে ?

শর্ম্মিষ্ঠা। (নেপথ্যে)— গীত।

তরী বাহি কেমনে ?
কুলহারা এই আলোর পাথার টানে আমায় অকূল পানে।

যযাতি। ও কি ! নারী কণ্ঠস্বর ? কিম্বা বীণাধ্বনি ?—
গোপন ব্যথায় ভরা সুরে সুরে বাঁধা,
পরাণ পাগল করা অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা !

শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ।

শর্ম্মিষ্ঠা। গীত।

তরী বাহি কেমনে ?
কুলহারা এই আলোর পাথার টানে আমায় অকূল পানে।

ফুলের বনে গন্ধ মাখি এল ছুটে ভুলের হাওয়া,
ঘুমের ঘোরে আনমনে মোর হারিয়ে গেল সকল পাওয়া,
আমার ফুরিয়ে গেল সকল চাওয়া মধুমাসের মুকুল সনে।
কে সে আমায় ডেকেছিল পারের বাজিয়ে বাঁশী?
কি সে ছবি এঁকেছিল দূর নীলিমায় ছড়িয়ে হাসি!—
আজ রিক্ত আমি সকল-হারা, পাইনা খুঁজে আপন জনে॥

যযাতি। দেবি! কে তুমি?

(শর্ম্মিষ্ঠা লজ্জায় মুখ ঢাকিল)

নারী? কিম্বা কোন ত্রিদিবের বালা
আসিয়াছ ছলিতে আমারে?
একি! বদন লুকাও কেন?
কৃপা করি দেহ পরিচয়।

শর্ম্মিষ্ঠা। (মুখ তুলিয়া)—মহারাজ!—

(পুনঃ মুখ নত করিল)

যযাতি। একি! তুমি? শর্ম্মিষ্ঠা?

শর্ম্মিষ্ঠা। মহারাজ, আমি কিঙ্করী তোমার।

যযাতি। না না, নহ তুমি কিঙ্করী আমার।
তুমি প্রপীড়িতা সেই বিধাতার
কুসুমেরে করেছে যে কণ্টক-সঙ্গিনী।
দাসী তার,
নখে বিদারিতে যার কুসুম-কলিকা
বিন্দুমাত্র দয়া নাহি হয়—
নিজ পাণি করিতে রঞ্জিত
চকোরীর হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িতে যে পারে—
শুষ্ক চোখে নাহি ঝরে এক ফোঁটা জল।

কিন্তু নাহি জান কেবা তুমি মোর।—
জানাবার নাহিক উপায়।

শর্ম্মিষ্ঠা মহারাজ!
কৃপা করি কহ শুনি কেবা আমি তব?

যযাতি কি হবে শুনায়ে
নিস্ফল সে রোগীর প্রলাপ?
রোদন-সম্বল শিশু দু'হাত বাড়ায়ে
চাঁদে ডাকে 'আয়! আয়!' করি,—
চাঁদ কভু নাহি আসে
টিপ্ দিতে ললাটে তাহার।
মরুমাঝে মরীচিকা যথা,
তমস্বিনী নিশীথের আলেয়া যেমন—
কোনমতে ধরা নাহি দেয়,
যাতনা বাড়ায়ে শুধু ছুটে চলে আগে
তুমিও তেমনি—
না না, কিছু নয়—
শ্রান্ত আমি, বিকল অন্তর,
কি বলিতে কি বলেছি।
ক্ষমা কর দেবী, যাই আমি,
রজনী বাড়িছে ক্রমে।

শর্ম্মিষ্ঠা। মহারাজ! মহারাজ!
বল বল একবার—
একটা মুখের কথা—
কিছু না চাহিব তারপর।
চিরপিপাসিত জনে

সুশীতল বারি আশে প্রলুব্ধ করিয়া
বঞ্চনা করো না মহারাজ।
জলদের করুণা লাগিয়া
চাতকী চাহিয়া রহে যবে
কেমনে সে করে বজ্রাঘাত ?

যযাতি। সহিতে পারি না আর
বুভুক্ষার তীব্র কশাঘাত।
হৃদয়ের গোপন কন্দরে
রোধিতে পারি না আর
কামনার প্রলয়-কল্লোল।
যা হ'বার হ'বে—
আজিকে কহিব সেই কথা,
অনল-অক্ষরে লেখা পাষাণ-ফলকে।
দেবি! দেখেছিনু একদিন তোমা
প্রভাতের নূতন আলোকে—
এমনি কুসুম-ভূষা
বিমলিন রূপের প্রভায়—
কি সে দেখা! নাহি ভাষা—
বুঝায়ে বলিতে নারি। এই শুধু জানি,—
অতীতের ভবিষ্যের সকল দর্শন
লভি' সেই মুহূর্ত্তেকে পূর্ণ সার্থকতা
আমার নয়ন মন অন্ধ করে দেছে।

শর্ম্মিষ্ঠা। মহারাজ! মহারাজ!
ক্ষান্ত হও—আর আমি শুনিতে না পারি,
আর আমি সহিতে না পারি।

হায়! অদৃষ্টের পরিহাস—
এ জনম ব্যর্থ হ'য়ে গেল।
যাক—কিন্তু তবু প্রিয়তম!
তোমারে পেয়েছি আমি অন্তরে অন্তরে
নিত্য দীপ্ত জ্যোতিঃ-রেখা সম—
তাই হোক পাথেয় আমার
জীবনের শেষ খেয়াঘাটে।
এ জনমে নাথ, তোমার চরণতলে
আমার প্রণতি
আজি প্রথম ও শেষ।
চলিলাম আমি,
জন্মোন্তরে আসিব ফিরিয়া
নিবেদিতে অর্ঘ্য মোর ইষ্টদেব-পায়। (প্রস্থানোদ্যোগ)

যযাতি। দেবি! দেবি!

সুলেখার প্রবেশ।

সুলেখা কোথা যাও সখী?
প্রেমের মদিরা পানে এ হেন মত্ততা,
দেখিতে না পাও বুঝি পথ?
মহারাজ!
পৃথিবীতে অদ্বিতীয় নরপতি তুমি,—
কহ শুনি, রাজার কর্ত্তব্য কিবা যাচকের প্রতি?
ভক্ত যবে হৃদয় নিঙাড়ি'
আপনার যাহা কিছু
ঢেলে দেয় দেবতার পায়,

দেবতার উচিত কি হয় ?
ফিরাইয়া দিতে সে অঞ্জলী ?—
কিম্বা ধরিতে সাদরে বক্ষে
রত্নহার সম ?
ভাবিতেছ পরিণাম ?
প্রণয়ের পূর্ণাহুতি ইহ-পরকাল,—
পুরস্কার বুকভাঙ্গা ব্যথা,
অশ্রুবারি, নিরাশার তীব্র কশাঘাত।
কিন্তু কিবা আসে যায় ?
প্রেমিকের সেই স্বর্গ,
অন্য স্বর্গ নাই।

যযাতি তাই হোক সখী, তাই হোক।
সঙ্কল্প করিনু আজি সেই পূর্ণাহুতি,
রহিলাম পুরস্কার-আশে।
দেবি! আমার এ মুক্তাহার
বিন্দু বিন্দু অশ্রুবারি গাঁথা
নিঃস্ব হ'য়ে দিনু উপহার।
আর মোর কিছু রহিল না,
আর মোর কেহ রহিল না।—

(মাল্য প্রদান)

তুমি কৃপা করি' করহ গ্রহণ।

(শর্ম্মিষ্ঠা যযাতির গলায় মাল্য প্রদান পূর্ব্বক
তাহাকে প্রণাম করিল—নেপথ্যে
সখীগণ উলুধ্বনি করিল)

সখীগণের প্রবেশ।

সুলেখা ও অন্যান্য সখীগণ। গীত।

চুপ! চুপ! চুপ!
চুপ চুপ চুপ, কসনে কথা, শুনতে পারে ওরা।
(মোদের) দুঃখের নিশি আজ পোহা'ল,
উলু দেলো তোরা।
আমরা চুপি চুপি লুটব কতই মজা
জানবে না কেউ, শুনবে না কেউ—উড়বে প্রেমের ধ্বজা—
তোরা মনে মনে মনের শাঁকটা বাজা—
দেখিস চলবে না গোল করা—
চুপ! চুপ! চুপ!
মরুতে ফুটল ফোয়ারা, ভাঙ্গা পরাণ লাগল সই জোড়া॥

——:*:——

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ-কক্ষ।

দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা উপবিষ্টা।

ঘূর্ণিকা সুলেখা ও অন্যান্য সখীগণ। গীত।

আজি কে হায় বুলিয়ে দিলে ঘুমভরা চোখে—(আমার)—
সোনালী স্বপন তুলী কাজল তুলি' রঙ্গীন আলোকে!
—(আমার ঘুমভরা চোখে)—
একি তার পিয়াসভরা ভুলের চমক আমার বুকে লাগল রে!
একি ছন্দহারা গন্ধ-শিহর আমার বুকে জাগল রে!
লতিকা মলয়-মাতাল বাড়িয়ে বাহু কোন সহকার মাগল রে!—
খুলিয়ে রূপের দুয়ার নামল দ্যুলোক আমার ভূলোকে!
—(আমার ঘুমভরা চোখে)

(ঘূর্ণিকা ও সুলেখা ব্যতীত অন্যান্য সখীগণের প্রস্থান)

দেবযানী। আচ্ছা, তোদের কি চিরদিনই এক রকম যাবে? সেই স্বপ্ন আর কল্পনা, কল্পনা আর স্বপ্ন—প্রথম যৌবনের সেই মিলন-বিরহ, হর্ষ-বিষাদ, পুলক-শিহরণ—এসবের কি এক চুল এদিক ওদিক হ'তে নেই?

সুলেখা। কেন হ'বে শুনি? এই স্বপ্ন আর কল্পনা নিয়েই তো জীবন। এটুকু বাদ দিলে জীবনের যা অবশিষ্ট থাকে, তা নিতান্তই তিক্ত নয় কি? জেনে শুনে সাধ করে কেন সেই তিক্ততার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলব?—তুমিই বল না।

দেবযানী। কি জানি। আমার কিন্তু আর ভাল লাগে না। তুমি কি বল শর্ম্মিষ্ঠা?—(শর্ম্মিষ্ঠা নতশিরে নিরুত্তর)—তোর কি মনে হয় ঘূর্ণিকা?

ঘূর্ণিকা। সত্যি কথা শুনতে চাও ত বলি,—আমার কিন্তু গোটা জীবনটার উপরই অরুচি জন্মে গেছে। সেই থোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর—ওর ভেতর না আছে নূতনত্ব, না আছে মাধুর্য্য—নিতান্তই এক ঘেয়ে। তবে হ্যাঁ, যদি কখনো এমন দিন আসে, যে ওই দাড়ি গোঁপ আর টিকার বংশ একেবারে নির্ম্মূল হয়ে যায়, তাহ'লে তখন বটে এ সংসারে নারীজাতির কিছু শান্তিলাভের আশা আছে। কিন্তু তা'ত আর হবার নয়। কাজেই কি আর করি? মাঝে মাঝে এদের দলে ভিড়ে গিয়ে মনকে একটু চোখ ঠারি।

সুলেখা। তোমার কথা স্বতন্ত্র। বিধাতা যখন তোমার কপালে সুখশান্তি লেখেন নি, তখন ত আর লেপ্টে দিলেও লাগবে না। নইলে তোমার অভাব ছিল কিসের? অমন স্বামী, সুখের সংসার,—থাক, সে সব কথা বলে আর কি হবে?

ঘূর্ণিকা। কেন, বল না? পালা যখন সুরু করেছ, তখন আর বাকী থাকে কেন? সবটুকুই বলে ফেল।

সুলেখা। বলব আর কি, বিধাতাপুরুষ তোমাকে গড়বার সময় গোড়াতেই যে একটা মস্ত ভুল করেছিলেন, তার ত আর সংশোধন হ'ল না। তিনি তোমায় তৈরি করলেন নারী করে, আর বুকের ভিতর পূরে দিলেন একটা আস্ত মরুভূমি। ফল যা হ'বার তাই হ'ল।

ঘুর্ণিকা। ইস্, যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। আচ্ছা, আমিই যেন মরুভূমি—কিন্তু এই মহারাণী, এই রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, এঁরা ত আর মরুভূমি ন'ন। তবে এঁদের অরুচি ধরল কেন ?

সুলেখা। এঁদের দুজনারই যে নারীত্ব সার্থক হয়েছে। এঁরা যে মা হয়েছেন। মহারাণীর যদু আর তুর্ব্বসু, আর রাজকন্যার দ্রুহ্য, অনু, পুরু, এরাই যে এঁদের সংসার জুড়ে বসে আছে। এঁদের চোখে স্বপ্নের কুয়াসা কেটে গিয়ে সত্যের আলোক ফুঠে উঠেছে। আর এ'দের স্বপ্ন ভাল লাগবে কেন ? পাকা ঘুঁটি কি কখনো কাঁচতে চায় ?

ঘুর্ণিকা। আ মরি ! যেমন তোমার বুদ্ধি !

সুলেখা। আমার বুদ্ধি ঠিকই আছে। তোমারই বুদ্ধিতেই ঘুণ ধরেছে। নইলে তুমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার ? ঝগড়া করে স্বামীকে ঘরছাড়া কর ?

ঘুর্ণিকা। খবর্দ্দার, মুখ সামলে কইবি। আমার জিনিষ—আমি উড়িয়ে দেব, পুড়িয়ে দেব, বিলিয়ে দেব, যা খুসী তাই কর্‌ব, তুই বলবার কে লা ?

সুলেখা। বেশ কর্‌ব বলব। সত্যি কথা বলব, তার আবার ভয়টা কিসের ?

ঘুর্ণিকা। আ মর মুখপুড়ী, মরণ নেই তোর ?

উভয়ে। গীত

ঘুর্ণিকা। ওলো উস্কুনমুখী বেড়ালচোখী, মরণ কি তোর হয় না ?

সুলেখা। আহাহা রূপের ডালি, রক্ষেকালী, রসের বুড়ো ময়না !

ঘুর্ণিকা। আ মরি ! রূপসীর কিবে ছিরি ছাঁদ !

সুলেখা। (তোর) ঠোঁটের কোলে দন্তরুচি—যেন খেটে খেয়েছিস (পূন্নিমেরি) চাঁদ।

উভয়ে। যা যা যা—শ্যাওড়া গাছে পড়গে ঝুলে গলায় দড়ির গয়না॥

ঘূর্ণিকা। তোর লম্বা কথা লো—যেন ছেঁড়া কাঁথায় রেশমের তালি।—

সুলেখা। তোর কালামুখে রাঙাহাসি—যেন তরমুজের ফালি।—

ঘূর্ণিকা। তুই মর্—

সুলেখা। তুই মর্—

উভয়ে। ওলো শাঁকচুন্নি গরবিনী, অত গরব সয়না॥

দেবযানী। ওরে থাম্ থাম্। তোরা যে একটা সামান্য কথা থেকে একেবারে নীচ গ্রাম্য ঝগড়া সুরু করে দিলি।

ঘূর্ণিকা। (সরোদনে)—মহারাণী, তুমি এর বিচার কর। ও কেন আমায় যখন তখন যা তা বলে গাল দেবে? এই রাজকন্যার আস্কারা পেয়েই ত ওর আস্পর্দ্ধা এতদূর বেড়ে গেছে। নইলে—(রোদন)

শর্ম্মিষ্ঠা। সুলেখা, কেন বল্ দেখি তুই ঘূর্ণিকাকে যখন তখন খামখা জ্বালাতন করিস? ফের যদি ও রকম করবি, তাহ'লে মহারাণীকে বলে তোকে কঠিন শাস্তি দেওয়াব।

সুলেখা। বাঃ রে! আমারই বুঝি দোষ? (স্বগত)—এখুনি ঝগড়ার হয়েছে কি? এই তো সবে আরম্ভ। এ ঝগড়া যা'তে জীবনভোর বজায় থাকে সেই চেষ্টাই ত কর্ছি।

দেবযানী। তোরা দু'জনেই সমান। কেউ কাউকে দেখতে পারিস না। এখন যা দেখি এখান থেকে। দু'জনে দু'দিকে যাবি। কিন্তু সাবধান, আবার যদি ঝগড়া করিস তাহ'লে দু'জনেই শাস্তি পাবি।

সুলেখা। আচ্ছা—

(ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বঙ্কিম দৃষ্টিতে ঘূর্ণিকার দিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান)

ঘূর্ণিকা। হুঁ। সবতাতেই আমার দোষ। আমি ঝগড়াটে, আমি মরুভূমি, আমি তরমুজের ফালি—কেউ আমাকে দেখতে পারে না—তাহ'লে আর আমার সংসারে থাকবার দরকার কি? আর আমি থাকব

না। আজই আমি গেরুয়া পরে চিমটা আর কমণ্ডলু নিয়ে বনে চলে যাব। হুঁ (ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

দেবযানী। ঘুর্ণিকার সত্য সত্যই বুদ্ধি একটু কম। রহস্য বোঝেনা। তায় আবার কোপনস্বভাবা।

শর্ম্মিষ্ঠা। কিন্তু তাই বলে স্বামীর সঙ্গে ওরূপ ব্যবহার করা ওর উচিত হয় নি। সে ওর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ওকে পরিত্যাগ করেছে। এর জন্য ওকে অনেক দুঃখ ভোগ কর্ত্তে হবে। এখনো ওর উচিত, হাতে পায়ে ধরে তার মার্জ্জনা ভিক্ষা করা।

দেবযানী। কেন বল ? ওকে কত বুঝিয়েছি। কিন্তু সবই বিফল। যাকগে, শিশুত আর নয়। নিজের ভাল যদি নিজে না বোঝে, তাহ'লে আমরা কি কর্ত্তে পারি ?

শর্ম্মিষ্ঠা। (দীর্ঘ নিশ্বাস)—সে কথা ঠিক। যে যার কর্ম্ম নিজেই সৃষ্টি করে, ফলও তার নিজেই ভোগ করে।

দেবযানী। আচ্ছা শর্ম্মিষ্ঠা, আজ কাল তুমি যখন তখন সহসা অমন বিমনা হও কেন ? থেকে থেকে খামখা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল কেন ? তুমি যেন সর্ব্বদাই ভীত ত্রস্ত চিন্তিত। আমোদ প্রমোদে যোগ দাও বটে, কিন্তু ঠিক যেন পদ্মপত্রের জল—তোমার প্রাণে তার স্পর্শ লাগে না। তোমার কি হয়েছে ?

শর্ম্মিষ্ঠা। কৈ, কিছু হয় নি তো।

দেবযানী। প্রায় দুই যুগ অতীত হ'তে যায়, আমরা একত্রে এই রাজপুরীতে বাস করছি। এর মধ্যে আমি তোমার প্রতি কখনো কোন অন্যায় ব্যবহার করেছি বলে ত মনে তো পড়ে না। যদি অজ্ঞাতে কিছু করে থাকি, তুমি বল, আমি এখুনি তার সংশোধন করব।

শর্ম্মিষ্ঠা। কৈ, না। তুমি ত আমার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করনি। বরং পূর্ব্বেরই মত স্নেহ করছ, অনুগ্রহ করছ।

দেবযানী। তবে কি তুমি নিজের দাসীত্ব মনে করে মর্ম্মপীড়া অনুভব করছ?

শর্ম্মিষ্ঠা। না না, তা নয়—

দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠা, তুমি জান, মহারুদ্রের অংশে আমার পিতার জন্ম—তাঁরই শোণিত আমার দেহে প্রবাহিত। তাই আমার মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য। সেইজন্য আমি এক এক সময় ক্রোধকে দমন কর্ত্তে পারি না। সেই ক্রোধের বশে তোমাকেও আমি দাসীত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছি। ইচ্ছা ছিল, পিতার অনুমতি নিয়ে তোমাকেও মহারাজের করে অর্পণ করে তোমার দাসীত্ব মোচন করব। কিন্তু তা হ'ল না। যে ঋষিকুমারের সেবায় তুমি আত্মনিয়োগ করেছ, যাঁর বরে তুমি পুত্রলাভ করেছ, তিনি দীর্ঘজীবি হোন, তুমি চিরায়ুষ্মতি হও। এ হ'তে অধিক ভাগ্য নারীর আর কি হতে পারে? তুমি তাঁকে দেখাবে বলেছিলে, কিন্তু আজও দেখালে না। আগামী পূর্ণিমার মধ্যে যদি ভাগ্যবশে তাঁর দর্শন পাই, তাহ'লে মনের সাধ মেটাব। যদি না পাই, তাহ'লেও সেই রাত্রিতে তোমার দাসীত্ব মোচন হবে। অতএব আর তুমি মনঃক্ষুন্ন হ'য়ে থেক না। আগেকার মত আমাকে তোমার সখী বলে মনে করো।

শর্ম্মিষ্ঠা। কিন্তু—কিন্তু—

দেবযানী। তোমার 'কিন্তু' 'পরন্তু' আর আমি শুনতে চাই না। বরং তুমি যে আজও সেই ঋষিকুমারকে দেখালে না, তার জন্য তোমার কাছে অনেকগুলো 'কিন্তু' 'পরন্তু' আমার প্রাপ্য আছে।

শর্ম্মিষ্ঠা। কি করব সখী, আমি যে শুধু স্বপ্নে তাঁর দেখা পাই, জাগরণে শত আবাহনেও তাঁর দয়া হয় না।

দেবযানী। সে ও আমার ভাগ্য।—(নেপথ্যে দামামাধ্বনি)—ওই মহারাজ এলেন। এস সখী—তোমার গান শুনে তিনি মুগ্ধ হন—তাঁকে গান শোনাবে চল।

শর্ম্মিষ্ঠা। সে কি! আমি—না না, আজ থাক—

দেবযানী। তাও কি হয় সখী? এস—না না, এইখান থেকেই গান গাইতে গাইতে চল।—তোমার সেই স্বপ্নের গান—মিলনের গান।—

শর্ম্মিষ্ঠা। কিন্তু প্রাণ যদি তা'তে সাড়া না দেয়?

দেবযানী। দেবে গো দেবে। আবাহন, পূজা, ধ্যান, ধারণা—এ সব না কর্লে কি দেবতার নাগাল পাওয়া যায়? তোমার জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত যে দেবতা পূর্ণ করে রয়েছেন, নাই বা রইলেন তিনি চোখের সম্মুখে। তাই বলে সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে তাঁ'কে ধ্যান করবার সময় তোমার প্রাণ সাড়া দেবে না—এও কি একটা কথা! তুমি গাও।

শর্ম্মিষ্ঠা। বেশ তবে গাই।

গীত।

আমার কুটীর-দুয়ারে তুমি এসেছিলে সখা পথ ভুলে,
আমার বন-তুলসীর গন্ধভরা মহুয়া-মাতাল নদীকূলে।
ভাসিয়ে তোমার গানের তরী মোহনসুরের পাল ভরা,
জমিয়েছিলে প্রাণের পাড়ি স্বপন ঘোরে হালধরা,—
নিরালা মোর কুঞ্জবনে মন-মধুপের গুঞ্জরণে
ঘুমিয়ে তুমি পড়েছিলে চাঁদের আলোয় ফুলে ফুলে।—
সেই নিশীথের মিলন-বাঁশী নিত্য বাজে আমার প্রাণে,
গন্ধ-পাগল গানের হাওয়া পুলক-শিহর আজও হানে—
হে অতিথি দেবতা মোর! বিভোর আমার চিত্ত-চকোর
তোমার প্রীতির সুধাধারায় তোমার পূজার বেদীমূলে॥

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজা যযাতীর অশোকবনের একাংশ

সময়—জ্যোৎস্নালোকিতা রাত্রি।

সখীগণ। গীত।

মলয়জ পবন- পরশে পিক কুহরই—
কৈসে ধৈরয ধরে নারী?
উলসিত পুলকিত সবহুঁ লতা তরু,
মদন ভেল অধিকারী!
কুঞ্জলতাপর সাজল ঋতুপতি
চিত্র-বিচিত্র বিধানে,
কুসুম বিকাশল জলথল ঝলমল—
মরম প্রবোধ নাহি মানে।
সখিরে! কৈসে নিবারি অাঁখিবারি?
পিয়া যদি তেজল, জীবনে জীবন
আজু সখী দেওব ডারি॥

(প্রস্থান)

ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ।

ঘণ্টা। হায়রে নিষ্ঠুর বিধাতা! এই তোর বিচার! আমি গরীব বামুন, খাচ্ছিলুম দাচ্ছিলুম, দিব্য ছিলুম—কোত্থেকে এক উপসর্গ জুটে একেবারে হাঁড়ীর হাল! আর তাও বলি—আমি ত গোড়ায় বিয়ে কর্ত্তে চাইনি, তুই-ই ত জোর করে বিয়ে করালি। তবে শেষটায় কেন এমন দু'পায়ে করে থেঁৎলান? যাক গে, আমার ত যা হ'বার হ'য়েছে। এখন গোল বাধল যে আমাদের মহারাজকে নিয়ে। আমরা দু'জনে একত্রে

রাজপুরী হতে বহির্গত হয়ে একযোগে দৈত্যপুরে নিয়ে পৌঁছেছিলেম। লোকে বলে এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না। গোড়াটা হ'লও ঠিক এক রকম—বিবাহ এবং দু'জনের দু'টা উগ্রচণ্ডা লাভ। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা গুলো ত ঠিক মিলছে না। মহারাণী দেবযানী—অবশ্যই রাজকুমারদের জন্মের পর হ'তে শিমূলগাছ তেলপানা হয়ে এসেছেন,—কিন্তু তথাপি পূর্ব্বাপর অবস্থা পর্য্যালোচনা করে আমার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মেছে, যে মহারাজ দাম্পত্য-সুখের অপর একটা উৎস আবিষ্কার করে নিয়েছেন। কিন্তু সে'টা যে কে, তা'ত ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। তাইত কার কাছেই বা সন্ধান নিই ? অথচ সন্ধান না পেলে ব্যাপারটা পরিস্কার বুঝতে না পার্লে নিজের যে একটা হিল্লে লাগাব, তারও ত সুবিধে হচ্ছে না।

সুলেখা। (নপথ্যে)— গীত।

শোন্‌লো ফুল কলি, তোরে বলি

মরমে লুকান আমার গোপন কথাটা—

আমার ভ্রমরা আসিল না আজও গুঞ্জরি তার গাথাটা।—

ঘণ্টা। আহাহা ! কি মিঠে আওয়াজ ! মনে হচ্ছে যেন কাণের ভিতর নোণ্ডার গাঁদি লেগে গেল

গাইতে গাহিতে সুলেখার প্রবেশ।

সুলেখা। গীত।

শোন্‌লো ফুলকলি, তোরে বলি, মরমে লুকান আমার

গোপন কথাটা—

আমার ভ্রমরা আসিল না আজও গুঞ্জরি তার গাথাটা।—

হিয়ার পরশে হিয়াটা আমার উঠিল না আজও দুলিয়া,

কোন দূরদেশে কোন মধু আশে গেছে বঁধু পথ ভুলিয়া,—

(আমি) নিতি পথ চাহি, বুকে চেপে রহি আশা ভরা তার ব্যথাটা॥

ঘণ্টা। অহহ!—(দীর্ঘনিশ্বাস)—যেমন রূপ তেমনি গুণ। এই দৈত্যকন্যাগুলো দেখতে যেন এক একটা বিদ্যোধরা—আবার তাঁদের মধ্যে এইটী শ্রেষ্ঠ। ইচ্ছা করে নস্যির মত নাকের ভিতর দিয়ে মাথায় তুলে রাখি। কিন্তু চুণ খেয়ে গাল পুড়ে এখন দই দেখে ভয় করে যে। নাঃ, ভড়্কান হবে না। দেখি না, যদি এরই কাছে মহারাজের সমস্যাটার সমাধানের কোন সূত্র পাওয়া যায়। (প্রকাশ্যে)—হ্যাঁগা!—

সুলেখা। এই যে ঘুর্ণিকার 'তিনিটা' এখানে। দেখি না, যদি এইখান থেকেই ঝগড়াটা পাকিয়ে তুলতে পারি।—(প্রকাশ্যে)—কিগা? কি বলছ?

ঘণ্টা। এই—এই—তুমি কে গা? তোমার নাম কি?

সুলেখা। আমি সুলেখা।

ঘণ্টা। তাই ত কি "খা" বল্লে? শুলে খা?

সুলেখা। না, না, সুলেখা।

ঘণ্টা। ও বাবা! আগে শূল, তারপর খাওয়া। আচ্ছা, কেন বল দেখি তোমার এই বিদ্‌খুটে রকমের খাওয়া? খাবে ত সোজাসুজি খেলেই ত পার। তা নয় 'শূলে খা'!—(স্বগতঃ)—আহা! ছুঁড়ীর মুখ খানি যেন একটা সদ্যফোটা পদ্মফুল।—(দীর্ঘ নিশ্বাস)—কিন্তু—যাক গে, ভেবে আর কি হবে?

সুলেখা। কি বিড়বিড়্ করে আপন মনে বকছ? আমায় কিছু বলবে?

ঘণ্টা। না, এই এমন বিশেষ কিছু না। এই জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিলেম কি, মহারাজ কোথায় বলতে পার?

সুলেখা। কেন, মহারাজকে কি তোমার বিশেষ দরকার?

ঘণ্টা। একটু আগে ছিল না, এখন হ'য়েছে।

সুলেখা। সে কি?

ঘণ্টা। মহারাজকে অনেকক্ষণ দেখিনি। তাই তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে এই দিকে এসে পড়েছিলেম। সম্প্রতি তোমার নাম শুনে তাঁর জন্য একটু ভাবিত হয়ে পড়েছি।

সুলেখা। কেন? কেন? ভাবিত কেন?

ঘণ্টা। ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?

সুলেখা। না না নির্ভয়েই বল।

ঘণ্টা। ভাবিত হচ্ছি এই ভেবে, যে তোমাদের দৈত্যকন্যাদের মধ্যে যদি তোমার মত আরও দু'চার জন "গিলেখা", "চিবিয়ে খা" গোছের থাকেন, আর তা'দের কারুর সঙ্গে যদি মহারাজের দেখা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে হয়ত এতক্ষণ তিনি হজম হ'য়ে গিয়েছেন।

সুলেখা। হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি ত খুব রসিক।

ঘণ্টা। হাঃ হাঃ হাঃ! বটে? হাঃ হাঃ হাঃ! তা দেখ, অনেকে তাই বলে বটে, কিন্তু—(দীর্ঘ নিশ্বাস)—নাঃ, সে আর তোমায় বলে কি হবে?

সুলেখা। জানিগো জানি। কিন্তু কি করবে বল? গাছের গোড়ায় যদি রস না টানে, তাহ'লে ডালপালায় রস কোত্থেকে পাবে বল? তোমার ব্রাহ্মণী মহারাণীর সখী। মহারাণী নিজে যেমন, তাঁর সখীও ত তেম্নিই হবে। আর তার ফলও দু'জনকে একই রকম পেতে হ'বে। সংসারে কিছুই ফেলা যায় না জেনো।

ঘণ্টা। সে কি! তুমি কি বলছ? মহারাণী দেবযানী ত মহারাজের অনুরাগিণী।

সুলেখা। আজ বটে। কিন্তু এর আগে? গোড়া কেটে আগায় জল দিলে কি গাছ বাঁচে? না এমনটী হয়?

ঘণ্টা। কেমনটী হ'ল?

সুলেখা। তাইত! কি বলতে কি বলে ফেল্লুম! না—তা—এই

—ও কিছু নয়, একটা বাজে কথা—আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেছে।

ঘণ্টা। হুঁ —আচ্ছা, একটু আগে যে তুমি বল্লে,—'ফলও দু'জনকে একই রকম পেতে হ'বে'—তা কৈ, মহারাণীর বেলা ফলের সম্ভাবনা ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যত ফল কি ফল্‌ল কি এই গরীব বামুণের বেলা?

সুলেখা। কৈ, আমি কি বলেছি? মনে পড়ছে না ত।

ঘণ্টা। মনে পড়ছে না নাকি? তা হ'বে—আমারই ভুল হয়েছে। তা সে কথা যাক্‌গে। এখন যা বলছিলেম শোন। সম্প্রতি আমি মহারাজের জন্য বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়েছি।

সুলেখা। কেন? কেন? ভাবনার কি কিছু কারণ ঘটেছে?

ঘণ্টা। বিশেষ।

সুলেখা। কি?

ঘণ্টা। ঐ যে বললুম তিনি হজম হ'য়ে গিয়েছেন।

সুলেখা। (স্বগত)—তাইত, তাহ'লে এ কি সব জানে না কি? (প্রকাশ্যে)—সে ত তুমি রহস্য করে বলছিলে।

ঘণ্টা। উঁহু, নিছক রহস্য নয়। ওর মধ্যে ঘোরতর তাৎপর্য্য নিহিত আছে।—অর্থাৎ জনৈকা বিশিষ্টা দৈত্যকন্যা মহারাজকে দিয়ে জল-যোগ সম্পন্ন করেছেন, এবং মহর্ষি শুক্রাচার্য্য ধ্যানযোগে তা জানতে পেরে ক্রোধে লোহিতবর্ণ হ'য়ে এখানে আসবার জন্য যাত্রা করেছেন। তারপর ক্রোধের বশে ভস্মই করে ফেলেন, কি কি-ই করে ফেলেন, তা কে বলতে পারে?

সুলেখা। সর্ব্বনাশ! তাহ'লে উপায়?

ঘণ্টা। কি গো, তুমি যে একেবারে বসে পড়লে?

সুলেখা। তা আর পড়ব না? বিশেষ আজকের দিনে।—কোথায় আমরা উৎসবের আয়োজন করছি, আর তুমি কি না—

ঘণ্টা। উৎসব! কিসের উৎসব?

সুলেখা। কেন, তুমি কি জান না? কাল পূর্ণিমা। কাল যে সখী দেবযানীর দাসীত্ব মোচন হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ও দাসীত্ব মোচন হবে। আমাদের সকলের প্রাণে কত আশা, কত উৎসাহ! আর আজ কিনা তুমি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কর্লে!

ঘণ্টা। তার মানে? শুক্রাচার্য্য মহাশয়ের কোপে যদি মহারাজের শাস্তি হয়, তার জন্ত শোক করব আমরা। চাই কি মহারাণী দেবযানীও একটু আধটু শোক কর্লে কর্ত্তে পারেন। তা'তে দৈত্যরাজকন্তা শর্ম্মিষ্ঠার এবং তোমাদের দাসীত্ব মোচন আটকাবে কেন?

সুলেখা। না—না—তা—এই,—

ঘণ্টা। হুঁ। তাহ'লে সুন্দরী, "চেটেথা"—তুমিই বল দেখি?

সুলেখা। না না, আমার নাম সুলেখা।

ঘণ্টা। আর শূলে কাজ নেই। তাহ'লে তুমিই বল দেখি সুন্দরী, বিশেষ ভাবনার কারণ আছে কি না?

সুলেখা। তা আর নেই? শুক্রাচার্য্যের রাগ তা কি আর আমাদের জানতে বাকী আছে। কিন্তু উপায় কি? পালিয়েও তো বাঁচা যাবে না।

ঘণ্টা। উপায় একমাত্র আছে।

সুলেখা। কি?

ঘণ্টা। দেখ, আমি বিদূষক হ'লেও ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মণ্যদেব জ্বলন্ত পাবকরূপে আমার উদরে অধিষ্ঠান করছেন। আমি এমন একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার সন্তরণ জানি—

সুলেখা। সন্তরণ! সন্তরণ কি? সাঁতার?

ঘণ্টা। না না, সন্তরণ—অর্থাৎ স্বস্ত্যয়নেরই অনুরূপ একটা ব্যাপার। তা'তে শুক্রগ্রহের কোপ খণ্ডন হয়, আচার্য্যদেব একেবারে শীতল হ'য়ে যান।

সুলেখা। বটে বটে! তাহ'লে তুমি দয়া করে সন্তরণটা করেই ফেল না ?

ঘণ্টা। উত্তম। তাহ'লে তুমি আমার কাণে কাণে সেই দৈত্যকন্যা, যিনি মহারাজকে চাট নি করেছেন, তাঁর নামটা বলে দাও, আমি কার্য্যারম্ভ করি।

সুলেখা। সে কি! তুমি তাহ'লে জাননা ? ফাঁকি দিয়ে আমার কাছ থেকে কথা বার করে নিচ্ছ ?

ঘণ্টা। না না, আমি জানি সব। কিন্তু সন্বরণের এইরূপ রীতি আছে, যে কাউকে পৌরহিত্যে বরণ করে কাণে কাণে নামটা বলতে হয়, তা সে আগে থেকে জানুক, আর নাই জানুক—নৈলে সন্তরণ ফলে না।

সুলেখা। ওঃ! তাই নাকি ? বেশ তাহ'লে তোমার কাণে কাণে বলি শোন।

ঘণ্টা। দেখো, কানটা কামড়ে ধরোনা যেন।—(সুলেখা কাণে কাণে শর্ম্মিষ্ঠার নাম বলিল)—অ্যা! বল কি!

সুলেখা। একি! তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ যে!

ঘণ্টা। (বিষম খাইল)—না—এই—আশ্চর্য্য হওয়াটাও সন্তরণের একটা অঙ্গ।

সুলেখা। আর এই বিষম খাওয়াটা ?

ঘণ্টা। তাও।

সুলেখা। বেশ, তাহ'লে তুমি এখন কার্য্য সুরু কর।

ঘণ্টা! তা কর্‌ছি। তাহ'লে শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রগণ সবাই রাজপুত্র ? সে যে এতকাল ধরে বলে আসছে, এক ঋষির বরে তার পুত্রলাভ হয়েছে—এ সকল খালি লোক ভুলান কাহিনী মাত্র—কি বল ?

সুলেখা। এ সবও কি সন্তরণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাকি ?

ঘণ্টা। নিশ্চয়। মন খুলে সব কথা স্বীকার না কর্‌লে সন্তরণ করাই যায় না।

স্নলেখা। বেশ, তাহলে স্বীকার করলুম!

ঘণ্টা। উত্তম। তাহ'লে এখন আর আমার কার্য্যারম্ভ করতে বাধা নেই। দেখ, আমি এইখানে বসে প্রারম্ভিক জপটপ গুলো নিই, তুমি ততক্ষণ এক হাঁড়ী মিষ্টান্ন নিয়ে এস।

স্নলেখা। তা এনে দিচ্ছি।—তুমি কিন্তু এইখানেই থেক

ঘণ্টা। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার কোন চিন্তা নাই।—(স্নলেখার প্রস্থান)—তাইত! এ যে সন্তরণ কর্ত্তে গিয়ে অগাধ জলে পড়ে গেলুম। এখন যে সত্যি সত্যিই মহারাজের জন্য ভাবিত হতে হয়। এ সব কাহিনী আর কতদিন গোপন থাকবে—বিশেষ একাধিক স্ত্রীলোক যে কথা জানে? এতকাল যে গোপন রয়েছে. এই তো আশ্চর্য্য! দেবযানীর কাণে একবার এ কথা উঠলে কি আর রক্ষে থাকবে? তখন আর সন্তরণে কুলোবে না একেবারে তলিয়ে যেতে হবে। তাইত, কি করি? কি করি? এতকাল ধরে মোণ্ডা থাচ্ছি, আর কাজের বেলা কিছুই কর্ত্তে পারব না? (প্রস্থান)

শর্ম্মিষ্ঠা ও যযাতির প্রবেশ।

শর্ম্মিষ্ঠা। গীত

মম দয়িত হে! চিরবাঞ্ছিত!
তব চরণপ্রান্তে রচিয়া স্বর্গ, এনেছি আমার পূজার অর্ঘ্য
জনম জনম সঞ্চিত।
আজি মেদিনি মম মুগ্ধা কুসুম-গন্ধে,
আমার গোপন মরম-বীণাটী বেজেছে কি নব ছন্দে!—
তব পুলক-পরশে দশদিশি মোর কনক-বরণ রঞ্জিত।
আমি জীবন-মাতাল মরু-মরুর চাতকী তৃষিত বঞ্চিত ॥

ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ।

ঘণ্টা। মহারাজের জয় হ'ক। মহারাণী, এই দীন ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

শর্ম্মিষ্ঠা। কে? কে তুমি? মহারাণী কে? মহারাজ! মহারাজ! এতদিন পরে আজ সত্য সত্যই সর্ব্বনাশ হ'ল। আমাদের গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, আর রক্ষা নাই।

যযাতি। প্রেয়সী! প্রেয়সী! স্থির হও! এ যে আমার বয়স্য ঘণ্টাকর্ণ, চিনতে পার্‌ছ না?

ঘণ্টা। মহারাণী, আমি আমি—

শর্ম্মিষ্ঠা। ওঃ তুমি! তুমি ত এখানে কখনো আস না। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলেম তাই তুমি অতর্কিতে এসে পড়ায় একটু বিচলিত হয়েছিলেম। তুমি কিছু মনে করো না। মহারাজ! আমার এ দুঃস্বপ্ন মিথ্যা নয়। এতদিন ধরে আমরা যে স্বর্গ সুখ উপভোগ করেছি, বুঝি আজ তার মূল্য দেবার সময় এসেছে।

যযাতি। না না প্রিয়ে, ও তোমার ভ্রান্তি। বরং তোমার আনন্দ করা উচিত। কাল তোমার এবং তোমার সখীদের দাসীত্ব মোচন হবে।

ঘণ্টা। মহারাজ! মহারাণী! আপনাদের দোষ দিচ্ছি না। দোষ এই পোড়া কর্ম্মসূত্রের। কিন্তু মহারাণীর আশঙ্কা ত অমূলক নয়। এ ব্যাপার কখনো চিরকাল গোপন থাকবে না। যখন সকলে জানতে পারবে, তখন উপায় কি হবে?

যযাতি। যদ্বিধের্মনসিস্থিতম্।

ঘণ্টা। তাইত মহারাজ, আমি জানতেম, আপনার সঙ্গে আমার ভাগ্য এক সূত্রে গাঁথা। দেখছি তা নয়। আপনার ভাগ্যে এই সংসার-মরু নন্দন কাননেপরিণত হল আর এই অভাগা বামুণের বরাতে যে অজন্মা সেই অজন্মা! যাক গে, সে জন্য দুঃখ নাই।

এখন আপনারা যদি নিরাপদ হতে পার্ত্তেন, তাহ'লেই সব দুঃখ দূর হ'ত।

শর্ম্মিষ্ঠা। (যযাতির প্রতি একান্তে)—মহারাজ এই ব্রাহ্মণের দুঃখের কাহিনী আমি জানি। এ ব্রাহ্মণ যা'তে সুখী হয় তা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যযাতি। অবশ্য অবশ্য। আচ্ছা, আমি ভাবছি—(একান্তে কথোপকথন)

শর্ম্মিষ্ঠা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বেশ হবে।

যযাতি। তবে এস—আজই—এখুনি—

(যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠার প্রস্থান)

ঘণ্টা। তাইত! রাজারাণী শেষটা ফিস্ ফিস্ করে কি কথা কইলে, তা'ত ঠিক বোঝা গেল না। নাঃ, আমার কেমন গা ছম্‌ছম্ কর্‌ছে। সরে পড়াই নিরাপদ। (প্রস্থানোদ্যোগ)

এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন লইয়া সুলেখার প্রবেশ।

সুলেখা। এই যে আমি এসেছি। তুমি কোথায় চলে যাচ্ছিলে?

ঘণ্টা। না, এই, তোমার দেরী দেখে, তোমারই অন্বেষণে যাচ্ছিলেম। মিষ্টান্ন এনেছ?

সুলেখা। এনেছি।

ঘণ্টা। আচ্ছা দাও। আর তোমার এখানে থাকবার দরকার কি? এখন যা যা করবার সব আমি করে নেব।

সুলেখা। তা হ'ক, একটু থাকি না। তোমার কি বিশেষ আপত্তি আছে?

ঘণ্টা। না—হ্যাঁ—তবে কিনা, যদি তুমি সন্তরণের প্রক্রিয়া দেখে ভয় পাও—এই জন্য বলছি।

সুলেখা। না না, আমি ভয় পাবনা, তুমি সন্তরণ কর।

ঘণ্টা। বেশ, তাহ'লে আমি সুরু করি।—(মন্ত্রপাঠের ন্যায় সুরে) —ভো ভো মনোদরস্থ হুতাশনরূপী ব্রহ্মণ্যদেব ! তুমি জাগ্রত হও। অপিচ এই কর, যে আমার যেন কখনো অগ্নিমান্দ্যং মা ভবতু, যেন কদাপি মিষ্টান্নেষু অরুচি মা ভবতু।—

(ভোজন)—ওঁ ছানাবড়া সন্দেশঞ্চ মোণ্ডাচ জিলাপিস্তথা।
ক্ষীর নাড়ু গোল্লাচৈব সরভাজায়ৈঃ নমো নমঃ॥

সুলেখা। ওকি ! তুমি কি করছ ?

ঘণ্টা। তখনি ত বলেছিলেম যে তুমি সন্তরণের প্রক্রিয়া দেখে ভাঁতা হবে, অতএব অবিলম্বে প্রস্থানং কুরু !

যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠার পুনঃ প্রবেশ।

যযাতি। সাধু, বয়স্য, সাধু !

শর্ম্মিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ ! তুমি যখন সন্তরণে প্রবৃত্ত হয়েছ, তখন আমি মধুভরা এই কলসীটিকে তোমায় গলায় বেঁধে দিলেম।

(শর্ম্মিষ্ঠার ইঙ্গিতে সুলেখা ঘণ্টাকর্ণকে মাল্য দিল)

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, এর মধুর ভাণ্ডার অফুরন্ত হোক, চিরজীবন তোমার প্রাণকে মিষ্টরসে ভরপূর করে রাখুক।—(নেপথ্যে শঙ্খ ও উলুধ্বনি)

যযাতি।– এবং নিত্য নিত্য তোমায় উদর পূর্ণ করে মিষ্টান্ন ভোজন করাক। চল প্রিয়ে, উৎসবের আয়োজন করিগে।

(শর্ম্মিষ্ঠা ও যযাতির প্রস্থান)

ঘণ্টা। দেখ দেখি, কি কাণ্ডখানা বাধালে ! বল্লেম—প্রস্থানং কুরু, তা'কি তুমি শুনলে ? এখন কি করি ?

সুলেখা। বাঃ রে ! আমারই বুঝি দোষ ? আমি ত তোমার সন্তরণ দেখছিলেম। তুমিই ত 'খাই খাই' করে গোল বাধালে।

ঘণ্টা। হুঁ। সন্তরণ দেখছিলে এইবার সপিণ্ডকরণের পিণ্ড প্রস্তুত করে করে হাতে কড়া পড়ে যাবে—তখন মজাটা টের পাবে।

সুলেখা। তা কি কর্‌ব বল, যার যেমন বরাত। সখী যখন আমায় বিলিয়েই দিলে, তখন আর না বলি কি করে?

ঘণ্টা। আরে আমারও তো গোল ওইখানেই। মহারাজের আদেশ অবহেলা করি কি করে?

সুলেখা। তবে আর কি হবে? এস, উপরোধে ঢেঁকি গেলা যাক।

ঘণ্টা। কাজেই আর উপায় কি?

গীত।

ঘণ্টা। প্রেয়সী! ওগো মধুর কলসী!
দেখো যেন শুকায় না প্রাণ! তোমার প্রেমের সরসী।

সুলেখা। আমি পরেছি ফাঁসি,—এখন ডুবি কি ভাসি,
বুঝি না কাঁদি কি হাসি—

উভয়ে। আমার প্রাণে লেগেছে প্রাণ! তোমার প্রেমের বঁড়শি।

ঘণ্টা। এখন উপরোধে গিলতে হবে ঢেঁকী।

সুলেখা। কিন্তু সে টা চাইযে আসল—চলবে নাকো মেকী।—

উভয়ে। চুপ—শ্‌-শ্‌-শ্‌—জানতে যেন না পায় পাড়া পড়সী॥

(উভয়ের প্রস্থান)

ঘুর্ণিকার প্রবেশ।

ঘুর্ণিকা। নাঃ, একলা ঘরে আর টেঁকতে পারি না। মিন্সেকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। তবু খালি ঘরে প্রাণটা হু হু করে কেন? হায়! যদি পেটে একটা হ'ত, তবু সে'টাকে নাড়াচাড়া করে কোন রকমে দিন কাটাতে পার্ত্তুম। কিন্তু বরাতগুণে তাও হ'ল না। এখন করি কি? শেষটা কি চিমটা আর কমণ্ডুলু নিয়ে বনেই যেতে হবে?

(নেপথ্যে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি)

সখীগণ ।—　　(নেপথ্যে—গীত)

এসেছিল নূতন পাওনাদার
আদায় কর্ত্তে পাওনা ··

ঘুর্ণিকা । একি ! দৈত্য-কন্যারা মঙ্গলগীত গাইছে কেন ? শঙ্খ-ধ্বনি কর্‌ছে কেন ? এ যে বিয়ের গান । কার বিয়ে ? আড়াল থেকে দেখি, ওরা কি করে ।　　(অন্তরালে গমন)

ঘণ্টাকর্ণ, সুলেখা ও সখীগণের প্রবেশ ।

সখীগণ ।　　গীত

এসেছিল নূতন পাওনাদার আদায় কর্ত্তে পাওনা ।
দু'হাত জুড়ে বলে বঁধু "দাঁওনা", "দাঁওনা" "দাঁওনা" ।
সুদের কড়ি বুঝে নিয়েছে,
(এবার) নিজের টিকি বাঁধা পড়েছে—
(দেখিস) রাখিস ধরে শক্ত করে
ছাড়িয়ে নে যায় তাওনা ।
(তোর) নিজের গণ্ডা বুঝে নে সই, আমরা করি গাওনা ॥

(উলুধ্বনি)

১মা সখী । এই বার বসের ঘরে নিয়ে চল্, মিষ্টান্ন খেয়ে সন্তরণ করার মজাটা একবার টের পাইয়ে দিই ।

২য়া সখী । ঠিক ঠিক । কিন্তু বামুণ যে, কানমলা ত চলবে না

১মা সখী । না চলে নেই নেই । কাণের ভেতর পায়রার পালক পূরে দিয়ে সুড়্‌সুড়ি দেব ।

ঘণ্টা । হায় হায় ! সন্তরণ কর্ত্তে গিয়ে এখন যে ডুবে মরি ।

সুলেখা । (একান্তে)—তার আর ভাবনা কি ? মধুর কলসী ত গলায় বাঁধাই আছে ।

ঘণ্টা। হুঁ, তোমার আর কি? প্রাণ নিয়ে টানাটানি যে আমার।

১মা সখী। চল্ চল্, সময় বয়ে যাচ্ছে।

(সকলের প্রস্থান)

ঘুর্ণিকা প্রবেশ পূর্ব্বক থপ্ করিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল।

ঘুর্ণিকা। (কপালে করাঘাত করিয়া)—হায় রে পড়া কপাল! আমার বরাতে শেষটা এই ছিল! বিটলে বামুণের পেটে পেটে যে এত, তা কেমন করে জানব। কিন্তু তা'কে ত দোষ দিতে পার্‌ব না। সব দোষ আমার। অতিরিক্ত অহঙ্কারেই আমার সর্ব্বনাশ করেছে। আমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি।

দেবযানীর প্রবেশ।

দেবযানী। এই দিক থেকেই ত শঙ্খধ্বনি এবং উলুধ্বনির শব্দ শুনতে পেলেম। আজ দৈত্যকন্যারা কিসের উৎসব কর্চ্ছে? ওঃ বুঝেছি, কাল পূর্ণিমা—দৈত্যকন্যাদের দাসাত্ব মোচন হবে,—তাই বুঝি এই উৎসব।—(ঘুর্ণিকাকে দেখিয়া)—এই যে ঘুর্ণিকা!—তুই এখানে কি কর্‌ছিস? অমন করে মাটিতে বসে আছিস কেন?

হাত ধরাধরি করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা ও যযাতির প্রবেশ।

যযাতি। চমৎকার মানিয়েছে—কি বল?

দেবযানী। এই যে মহারাজ—একি! তুমি শর্ম্মিষ্ঠার হাত ধরেছ কেন?

শর্ম্মিষ্ঠা। শর্ম্মিষ্ঠা! এর অর্থ কি?

শর্ম্মিষ্ঠা। অর্থ—অর্থ—তাইত কি বলব?

ক্রুহ্য ও অনুর প্রবেশ।

ক্রুহ্য। মা! মা!—

অনু। মা! মা! দে'খসে, সুলেখা মাসীকে কেমন মানিয়েছে।

পুরুর প্রবেশ।

পুরু। মা! মা! চারিদিকে অমঙ্গল-চিহ্ন দেখছি কেন? আমার যে বড় ভয় কর্চ্ছে।

দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠা! আমার মনে হচ্ছে, এর অন্তরালে গভীর রহস্য নিহিত আছে। মহারাজ, কথা কইছেন না যে?

দ্রুহ্য। মা! মা! তুমি কাঁপছ কেন? তোমার কি হয়েছে?

অনু। তাইত!—

পুরু। বাবা! মা ও বোধ হয় আমার মত অমঙ্গল দেখে ভয় পেয়েছে। মাকে সান্ত্বনা দাও না। ওকি! বাবা, কথা কইছ না যে?

দেবযানী। বালকগণ, তোমরা কা'কে পিতৃসম্বোধন করছ। শর্ম্মিষ্ঠা তুমি না আমায় বরাবর বলেছ, যে এক ঋষিকুমারের আরাধনা করে তুমি পুত্রলাভ করেছ। তবে কি এতদিন তুমি আমায় মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রেখেছিলে?

পুরু। তুমি কেন আমাদের পিতামাতাকে ভৎর্সনা করছ? বাবা! বাবা! তুমি নীরব রইলে যে? আমরা কি অপরাধ করেছি যে, আমাদের উপর তুমি রাগ করেছ?

দেবযানী। বুঝেছি মহারাজ। তোমার প্রকৃতি এরূপ হীন, তা আমি জানতেম না। তুমি মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আদেশ লঙ্ঘন করেছ,—আমি কে তা জেনেও আমার অমর্য্যাদা করেছ,—ধর্ম্মপত্নীর সঙ্গে প্রতারণা করেছ,—তা'কে উপেক্ষা করে তার দাসীর প্রতি অনুরাগী হয়েছ। শর্ম্মিষ্ঠা, তোমাকে আমি সহোদরার অধিক ভাল বেসেছিলেম। স্বেচ্ছায় তোমাকে স্বামী দান কর্ত্তে প্রস্তুত ছিলেম—যার চেয়ে বড় দান নারী কখনো কর্ত্তে পারে না। তার বিনিময়ে তুমি প্রতারণা কর্লে—রাজকন্যা হয়ে

হীনতার আশ্রয় গ্রহণ কর্লে। এর প্রতিফল তোমরা পাবে মহারাজ, এ নীচতা, এ অপমান আমি সহ্য কর্‌ব না—আর তোমার অধিকারে থাকব না—এখুনি পিতৃগৃহে ফিরে যাব। আয় ঘূর্ণিকা।

শর্ম্মিষ্ঠা। উঃ! বজ্র—বজ্র—এই মুহূর্ত্তে আমার শিরে বজ্রাঘাত হ'ক।

শুক্রাচার্য্যের আবির্ভাব।

শুক্রাচার্য্য। দেবযানী! দেবযানী!

আসিয়াছি আমি—
ধ্যানযোগে জানিয়াছি সব।
আয় মাতা, চল্ মোর সনে।
আর তোর নাহি কোন প্রয়োজন
রহিবার হেথা।
তপোবলে আমি
তোর তরে করেছি নির্ম্মাণ
অটুট বসন্ত ঘেরা
চিরস্নিগ্ধ রম্য তপোবন,
মঞ্জুল মাধুরী যার ম্লান নাহি হ'বে।
চল্ সেথা লভিতে বিরাম।
রাজা! রাজা!
ভার্গবের রোষবহ্নি নাহি জান বুঝি?—
প্রমত্ত হইয়া তাই ইন্দ্রিয়-লালসে
আজ্ঞা মোর করিয়াছ হেলা?
আজি যোগ্য শাস্তি তোমারে দানিব।—
বজ্রাহত পত্রহীন তরু সম তুমি
নিয়ত বিশুষ্ক হয়ে রহিবে দাঁড়ায়ে

একক এ সংসার প্রান্তরে।
শোন রাজা মম অভিশাপ—
আকাশের সূর্য্য নিভে যাবে,
সুমেরু টলিবে,
মম বাক্য নাহি হবে আন।
আমার আদেশে
জরাগ্রস্থ হ'ক তব দেহ,
নির্জীব হউক তব ইন্দ্রিয় সকল,
অন্তরে রহুক শুধু জাগ্রত যৌবন,-
আমরণ দগ্ধ হও কামনা-দংশনে।
আয় মাতা!

চতুর্থ অঙ্ক

-:•:-

প্রথম দৃশ্য।

দেবযানীর তপোবন—চারিদিকে পুষ্পপত্রের শোভা,
পাখীর ডাক ইত্যাদি।—সময় সন্ধ্যার প্রাক্কাল।

জনৈক তাপসবালক। গীত

ওরে ভবের ভোলা ভাই!
বেলার শেষে চল্‌না চলে ঘরে ফিরে যাই।
আকাশের ওই শেষ কিনারে,
ওই মোহানার সুদূর পারে
মোদের সুখের কুঁড়ে খানি ডাকছে আমায় বারে বারে—
মন যে আমার কেমন করে, (আমি) কেঁদে মরি তাই॥

(গীতান্তে প্রস্থান)

দেবযানীর প্রবেশ।

দেব। ওই দিবা শেষ হয়ে আসে।—
প্রভাতের যে তরুণ রবি
ছড়ায়ে পুলক-রশ্মি
স্নিগ্ধোজ্জ্বল বরণ-ছটায়

খুলে দেয় পূর্ব্বাশার কণক তোরণ,
পুনঃ সেই দ্বিতীয় প্রহরে
ভাস্কর অনল ভরা সহস্র কিরণে
দগ্ধ করে ধরিত্রীর বুক !
পুনরায় সন্ধ্যা সমাগমে
একি হায় পরিণাম তার !
সেই জ্যোতিঃ ম্লান হয়ে যায়,
সেই তেজঃ কোথায় লুকায়,
কালের আহ্বানে
শক্তিহীন জড়পিণ্ড সম
ডুবে যায় অন্ধকারে প্রতীচীর বুকে !
নিখিল এ বিশ্ব-চরাচরে
কালচক্র ঘোরে অবিরাম—
তারি আবর্ত্তনে, উত্থানপতনে
এই খেলা চলে নিশিদিন !
কেবা জানে, কোথা হ'তে
আসে ভেসে জীবন-প্রবাহ,—
খেলে শিশু জননীর বুকে,
কলহাস্যে মুখরিত করে সে অঙ্গন,—
ধরামাঝে একবিন্দু ত্রিদিব-স্বপন !
শৈশব ফুরায়ে যায় দেখিতে দেখিতে,
ধেয়ে আসে প্লাবনের বেগে
যৌবন-জোয়ার—
উদ্দাম সে উন্মাদনা—
তাও হায় দুই চারি দিন !—

তারপর এই পরিণাম !
নাগপাশ সম হায় বহস্র বন্ধনে
শিথিল অবশ অঙ্গ ঘেরে আসি জরা—
(সভয়ে)—জরা—জরা—
মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা, ভীষণা রাক্ষসী—
নিঃশেষে করিয়া পান উত্তপ্ত শোণিত
চূর্ণ করে দেহের পঞ্জর !
এই জরা দিছি আমি কারে ?
কেবা সেই মোর ?—
না না, সংসার অসার,
বুদ্বুদের মত শুধু ক্ষণিকের খেলা।
কেবা কার ?
পিতামাতা পতিপুত্র আত্মজ আত্মজা,
সে ত শুধু মায়ার নিগড়।
ব্রহ্মবিদ্যা পরাবিদ্যা একমাত্র সার।
না না, কিছু না, কিছু না—
আর আমি ভাবিব না,
আর ভুলিব না,—
মনস্থির করিব এবার।—

(নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি)

ওই অস্তাচলে ডুবে যায় দিনমণি।
যাই আমি,
সান্ধ্যকৃত্য রহিয়াছে বাকী।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

জরাসঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

জরাসঙ্গিনীগণ। গীত

হি হি হি হি হি—

হি হি হি হি হি—

(মোরা) অতিথি তব দুয়ারে আজি এসেছি।—

দেবযানী। একি! তোমরা কারা? কোথা থেকে এলে? কি চাও?

জ-স-গণ। গীত

(মোরা) সেই গো সেই, যাহারে জিনিতে কেহ নেই,—
কালের করাল ছায়া, কালে কালে বল হরে যেই,—
ভরা গাঙে স্রোতের ভাঙন, মেরুর সে হিম-কম্পন—
তারি সাথে ফিরি মোরা, আজিকে তোমারে চেয়েছি।
হি হি হি হি হি—হি হি হি হি হি—

দেবযানী। কি বলছ তোমরা? আমি ত কিছুই বুঝলেম না।

জ-স-গণ গীত

হা হা হা হা হা— হা হা হা হা হা—
বুঝিতে পারনি যাহা বুঝিতে তাহা—
(মোরা) রোগ, শোক, শতেক ব্যথা,—
মোদের এড়াতে ভবে কে আছে কোথা?
আজি তোমারি আবাহনে তব এ ফুলবনে পশেছি।
হি হি হি হি হি— হি হি হি হি হি—

(জরাসঙ্গিনীগণের প্রস্থান)

(দেখিতে দেখিতে ফুল ফল সব শুষ্ক হইয়া গেল, গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িল, ক্ষণপূর্ব্বের সেই রম্য তপোবন বীভৎস শুষ্ক মুর্ত্তি ধারণ করিল)

দেবযানী। কিছুই ত বুঝতে পার্লেম না। কারা এরা? কোথা হ'তে এল?—কোথায় চলে গেল? এরূপ বীভৎস মূর্ত্তি ত কখনো দেখি নি। একি! দেখতে দেখতে আমার এ রম্য তপোবন মলিন শ্রীহীন হয়ে গেল কেন? নব বসন্তের প্রস্ফুট কুসুমপুঞ্জ শুকিয়ে গেল, নব কিশলয় ঝরে পড়ল, বিহগকুল নীরব হ'ল একটা নিবিড় গাঢ় ব্যর্থতার অন্ধকার এসে আমার চারিধার ঘিরে দাঁড়াল।—একি হ'ল!

একি মায়া? হয়ত হ'বে। তা যদি হয়, তবে আজ আমি অভিশাপ দিয়ে মায়াকে ধ্বংশ করব।—মায়া! মায়া!—

জরার প্রবেশ।

জরা। (কম্পিত কণ্ঠে।—

মহে মায়া, নহে মায়া—আমি—আমি—
একমাত্র মহাসত্য নীরস কঠিন
স্বপ্নের কুহেলী ঘেরা মায়ার সংসারে।
আমি আসিয়াছি -
তাই হেন অঘটন হ'ল সংঘটন।

দেবযানী। কে তুমি? কে তুমি?
ওঃ! কি কুৎসিত নগ্ন বীভৎসতা!
লোল চর্ম্মে, শুভ্র কেশে, গলিত দশনে,
বিশীর্ণ পাণ্ডুর ওই কুঞ্চিত ললাটে
জেগে আছে কালের কঙ্কাল।
রক্তহীন পাংশুবর্ণ কপোলে অধরে
মরণের হিমানী-পরশ!
কে তুমি? কে তুমি?
কহ তব দেহ পরিচয়।
নহে—

জরা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
নহে ?—কি করিবে তুমি ?
কি তুমি করিতে পার ?
চিরদিন এসংসারে ভ্রূকুটি হানিয়া
জনকের তপোবলে
সর্ব্বাভিষ্ট করিয়াছ লাভ,
সবারে করেছ পদানত।
তাই বুঝি ভাবিয়াছ
মোরেও জিনিতে পার তুমি ?
না না না, ভ্রান্তি, ভ্রান্তি তব।
শোন—
আমি জরা, চিরন্তনী, জন্মমৃত্যুহীনা—
সৃষ্টির প্রথম দিন হতে
ভ্রমিতেছি মায়ার এ স্বপ্নপুরী মাঝে
প্রতিদ্বারে করি করাঘাত
নিখিলের ভাঙ্গাইতে ঘুম,
বুঝাইতে সংসারের ব্যর্থ অনিত্যতা।
মরণের অগ্রদূতী আমি,
কালরাত্রি সহচরী।—
আমার পরশে
আজিকার রম্যপুরী উপবনঘেরা
কালিকে শ্মশান-স্থলি,
আজিকার শিশু কালিকে যুবক হয়,
পরদিন শুক্লকেশ, অথর্ব্ব, স্থবির।
আমি ভীমরথী—

মানবের বিভীষিকা,
বিধাতার মঙ্গল-নিদান।

দেবযানী। ওঃ! গলিত সীসক হেন
মনে লয় নয়নের দিঠি,—
ভাষা যেন ছুরিকার শীতল পরশ—
মর্ম্মভেদ করিল আমার।

জরা কি? নয়নের পীড়া তব আমার এ রূপ?
বাক্য মোর বিঁধিতেছে কোমল মরমে?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!—
দেখিতে দেখিতে তুমি ও হইবে এই মত।-
কৃষ্ণ কেশ শুভ্র হয়ে যা'বে,
মলিন হইয়া যাবে
অধরের সুরক্তিম রাগ,
কুঞ্চিত হইয়া যাবে ললাট কপোল.
নিঃশেষে নিভিয়া যাবে
যৌবনের সব উন্মাদনা।—
তবু কিন্তু ঘুচিবে না স্মৃতির দংশন!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

দেবযানী। কেন তুমি আসিয়াছ হেথা?
এখনো ত বহুদূরে
মোর পরে তব অধিকার।
তবে আজি কিবা চাহ তুমি?
যাও, যাও দূরে, আঁখি অন্তরালে।
যবে তব আসিবে সময়, আসিও,
মানা করিব না।

জরা। আরে মতিহীনা গর্ব্বিতা যুবতী!
জেনেও কি নাহি জান, নিত্য আসি আমি,
নিত্য যাই বুলায়ে পরশ ?
ভুলেছ কি অর্দ্ধাঙ্গিনী তুমি যে পতির ?—
দেহ প্রাণ সর্ব্ব অবয়বে
অবিচ্ছেদ্য অটুট বন্ধন ?
তার দেহে আবাহন করেছে আমারে,
তাই তোমা ঘিরিয়াছি চারিধার হ'তে।
হের, তব জনকের তপোবলে গড়া
নন্দন সদৃশ এই চারু উপবন
আমার নিশ্বাস-বায়ে বিশুষ্ক মলিন।
কালের প্রভাব বিনা
তব দেহে পরিস্ফুট হ'তে নাহি পারি।—
তবু আমি আশে পাশে ফিরিব তোমার।
দিবানিশি তুমি
পাবে মোর পরিচয় অন্তরে অন্তরে।—
বিশ্ব জুড়ি ওই ধ্বনিতেছে
ঘন ঘোর কালের আহ্বান—
যাই আমি,—যাই, যাই, যাই—

(জরার প্রস্থান)

দেবযানী। হায় হায় হায়!—
সর্ব্বনাশ করিয়াছি নারীবুদ্ধিবশে—
আপন প্রাঙ্গণে
বড় সাধে বিষবৃক্ষ করেছি রোপণ,
এবে ফল ভোগ আমারে করিতে হবে।

যাই, দেখি, পতি মোর কি দশায়
যাপিছেন দিন। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

জরাগ্রস্থ যযাতি অর্দ্ধশয়ানভাবে সিংহাসনে উপবিষ্ট—পাদমূলে শর্ম্মিষ্ঠা বসিয়া পদসেবা করিতেছে—দ্রুহ্য, অনু ও পুরু পশ্চাতে দণ্ডায়মান—সম্মুখে মন্ত্রী ও সেনাপতি উপবিষ্ট—ছত্র ধারিণী, চামরবাহিনী, তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী ও দুইজন রক্ষী যথাস্থানে দণ্ডায়মান।

যযাতি। মন্ত্রী, সেনাপতি, দেখতেই পাচ্ছ আমি অক্ষম। তোমরা যা পার কর। তা'তে যদি বিদ্রোহ দমন হয় হ'ক,রাজ্য রক্ষা পায়, পাক। আর যদি রাজ্য যাবার হয়, যাবে। আমি কেমন করে তা রক্ষা করব ?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমরা চিরদিন যা করে এসেছি,আজও তাই করব। বুকের রক্ত দিয়ে মহারাজের মর্য্যাদা রক্ষা করব। মহারাজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের আদেশ দিতে পারবেন না বলে আমাদের কর্ত্তব্যে ক্রটী হবে না। কিন্তু—

সেনাপতি। কিন্তু মহারাজ, শুধু আপনার ভ্রূভঙ্গি এবং অঙ্গুলী-হেলনে দু'দিন আগে যে কাজ হ'ত, আজ আমরা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেও তা সম্পন্ন করে উঠতে পারছি না। আপনার এই অক্ষমতার সুযোগ পেয়ে সবাই স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠেছে, কেউ আর কাউকে মানতে চায় না। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। তা হ'তেই এই বিদ্রোহের উদ্ভব। নইলে কে কবে কল্পনা করেছিল যে মহারাজ যযাতির জীবদ্দশায় তাঁর রাজ্যে অনার্য্যগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করবে।

যযাতি। তা বটে। কিন্তু কি করব? সময়ের গুণে সকলই সম্ভব।

মন্ত্রী। মহারাজ, নানা কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, যে কোন কোন শক্তিশালী রাজপুরুষের ইঙ্গিতে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হচ্ছে, আর একাধিক সামন্তরাজাও এর সহিত সংশ্লিষ্ট আছে।

যযাতি। হুঁ। তোমরা কি তাহ'লে স্থির জেনেছ, যে এই বিদ্রোহ দমন তোমরা কর্ত্তে পারবে না?

সেনাপতি। এ যাত্রা হয়ত পারব। কিন্তু এর পর?

মন্ত্রী। মহারাজ, এই কণ্টকতরু যদি সমূলে উৎপাটিত না হয়, এই দাবানল যদি নিঃশেষে নির্ব্বাপিত না হয়, তবে পুনরায় দেখতে দেখতে তা সমস্ত জনপদকে ছেয়ে ফেলবে। তখন তার উচ্ছেদ সাধন আমাদের সাধ্যাতীত হবে। আরও এক গুরুতর সমস্যা—আমাদের উভয়কে এক-যোগে যুদ্ধযাত্রা কর্ত্তে হচ্ছে। এদিকে গৃহ রক্ষা করবে কে? গৃহেও আমাদের শত্রু বিদ্যমান, এবং তাদের আশা বহু ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়েছে,—একথা ভুলে গেলে ত চলবে না মহারাজ।

যযাতি। ভাল তোমরা কি কর্ত্তে বল?

সেনাপতি। মহারাজ, আমাদের উভয়েরই মত—আপনি অবিলম্বে যুবরাজ যদুকে আনতে পাঠান। তিনি রাজধানীতে উপস্থিত থাকলে আমরা অনেকটা নিরাপদ হতে পারব।

যযাতি। সেনাপতি, বড় দুঃখেও তুমি আমাকে হাসালে।

মন্ত্রী। মহারাজ—

যযাতি। তা হবে না মন্ত্রী। আমি বরং রাজ্য ঐশ্বর্য্য সব পরিত্যাগ করে বনে গমন করব, তথাপি দেবযানীর পুত্রের কাছে কৃপাপ্রার্থী আমি হ'তে পারব না! যে পুত্র জনকের দারুণ দুর্দ্দশার কথা জেনেও ভ্রূক্ষেপ করে না, জননীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, মাতামহের গলগ্রহ হওয়াই গৌরবের বিষয় মনে করে সে আমার পুত্র নয়, শত্রু। রাজপুত্র হয়ে, যুবরাজ হয়ে যার এতটুকু কর্ত্তব্যবোধ নেই, সে যাক তার জননী যে পথে গেছে, তা'কে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

মন্ত্রী। মহারাজ, তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভবিষ্যতে এ সিংহাসন তাঁর। বিস্মৃত হবেন না, যে তিনি মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের দৌহিত্র। মহর্ষির এক অভিশাপে এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আবার যদি তিনি ক্রুদ্ধ হন—

যযাতি। যা হ'বার হ'বে। তথাপি তারা আমার পরিত্যজ্য। যদু কিম্বা তুর্ব্বসু কখনো আমার সিংহাসনে উপবেসন করবে না। আমার আরও তিন পুত্র—দ্রুহ্যু, অনু, পুরু বিদ্যমান। তোমরা এই বিদ্রোহ দমন করে ফিরে এলে, আমি সর্ব্বসমক্ষে এদেরই একজনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করব। তারপর যদি ভবিষ্যতে আমার রাজ্য অটুট থাকে, তবে সে রাজা হবে।—নতুবা ঐ পর্য্যন্তই শেষ।

সেনাপতি। মহারাজ, যুবরাজের প্রতি ক্রোধ করবেন না। তিনি এখনও কিশোর,—বুদ্ধি তাঁর পরিপক্ক হয় নি। এখন একমাত্র তিনিই পারেন আপনার উপদেশ নিয়ে রাজ্য পরিচালনা কর্ত্তে, রাজ্য রক্ষা কর্ত্তে।

যযাতি। আমি এ বিষয়ে মনস্থির করেছি। এ সম্বন্ধে আর কোন কথা আমি শুনতে চাই না। তোমরা এখন যাও. যে গুরুতর কর্ত্তব্যভার মাথায় নিয়েছ তার সমাধানের উপায় চিন্তা কর গে। গৃহরক্ষার অন্য

উপায় আমি দেখছি। তোমরা অপরাহ্নে আমার সহিত সাক্ষাৎ করো।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ—　　(মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রস্থান)

শর্ম্মিষ্ঠা। মহারাজ, যদু এবং তুর্ব্বসু বালক,—তাদের অপরাধ নেবেন না। তাদের মার্জ্জনা করুন।

যযাতি। আঃ! শর্ম্মিষ্ঠা, তা'দের কথা আর তুমি মুখে এন না। ওতে আমার নিদারুণ মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয়। তুমি কি জেনে শুনে ইচ্ছা করে আমাকে পীড়া দিতে চাও?

রাজপুরোহিতের প্রবেশ।

রাজ-পু। মহারাজ, মহারাজ, সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

যযাতি। কি হয়েছে পুরোহিত?

রাজ-পু। মহারাজ, আপনার আরব্ধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হ'ল না। কবে যে আপনি সুস্থ হবেন, কবে যে পূর্ণাহুতি হ'বে, তাও জানি না। এদিকে ক্ষুধিত অগ্নিকে আর আমি অপেক্ষা করিয়ে রাখতে পার্চ্ছি না। তার অতৃপ্ত লেলিহান শিখা ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হ'য়ে সব গ্রাস কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে। মহারাজ, সত্বর যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করুন, নইলে সর্ব্বনাশ হবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

যযাতি। তাইত পুরোহিত, কি করব? আমি যে নিত্যই রুগ্ন—অস্নাত, অশুচি। আমাদ্বারা যজ্ঞ সম্পূর্ণ কেমন করে হ'বে?

রাজ-পু। তাহ'লে মহারাজ, আমাকে বাধ্য হয়ে অগ্নি নির্ব্বাপিত কর্ত্তে হয়।

যযাতি। তার ফল?

রাজ-পু। আপনার এবং আপনার পিতৃ-পুরুষের অনন্ত নিরয়।

যযাতি। হায় হায়! সর্ব্বনাশ হল! সর্ব্বনাশ হল!

রাজ-পু। মহারাজ, আমি যাই, দেখি, মহর্ষিগণ যদি কোন বিধান দিতে পারেন। কিন্তু আশা বড় নাই। (রাজ-পুরোহিতের প্রস্থান)

যযাতি। কি হবে? কি করব? শর্ম্মিষ্ঠা, শর্ম্মিষ্ঠা, কি উপায় করি বল ত।

শর্ম্মিষ্ঠা। (পুত্রগণ ব্যতীত অন্যান্যের প্রতি)—তোমরা যাও এখন বিশ্রাম করগে।—(পুত্রগণের প্রতি) তোমরাও যাও, খেলা করগে।

(যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মহারাজ, শ্রীচরণে দাসীর একটা প্রার্থনা আছে। যদি অনুমতি দেন ত বলি।

যযাতি। স্বচ্ছন্দে বল শর্ম্মিষ্ঠা। আমি শুনতে চাই তোমার বক্তব্য।

শর্ম্মিষ্ঠা। তাহ'লে মহারাজ চলুন, মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে যাই। তাঁর হাতে পায়ে ধরে মিনতি করি। দেখি, যদি এই অভিশাপ খণ্ডনের উপায় হয়। নইলে যে সব গেল মহারাজ। আমাদের জন্য নয়,—আমরা অনায়াসে বাণপ্রস্থ অবলম্বন কর্ত্তে পারি। কিন্তু এক আপনার অক্ষমতায় যে, পুত্র, প্রজা, পরিজন, রাজ্য, এমন কি আপনার পিতৃপুরুষের মঙ্গল পর্য্যন্ত অতল জলে ডুবতে বসেছে।

যযাতি। ডুবতে বসেছে কি রাণী, ডুবে গেছে, ডুবে গেছে। এক দেবযানী হ'তেই আমার ইহকাল পরকাল সব ধ্বংস হ'ল।

দেবযানীর প্রবেশ।

দেবযানী। মহারাজ!—

(যযাতি একবার দেবযানীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মুখফিরাইয়া বসিল)

দেবযানী। মহারাজ, এসেছি তোমার দ্বারে আজি
অনাথিনী ভিখারিণী রূপে।

বারেক ফিরিয়া চাহ করুণা-নয়নে,
কর তিরস্কার, দাও শাস্তি,—
অভিশাপ যে বা মনে লয় ।—
তবু নাথ ফিরায়ো না মুখ ।
আমি প্রভু দুষ্কতকারিণী,
নারকিনা, পতিতা চণ্ডালী,—
দিবানিশি পলে পলে দগ্ধ হইতেছি
মর্ম্মদাহী অনুতাপানলে ।
নিজ কর্ম্মদোষে
হারায়েছি অধিকার চরণ পরশে,—
চাহিবার নাহি মুখ
তোমার মনের কোণে এতটুকু ঠাঁই
শত ঘৃণা অবজ্ঞার সনে,—
তবু আমি আশ্রিতা তোমার ।
তুমি পতি মোর,
ইহপরকালে মোর
একমাত্র আরাধ্য দেবতা,
একমাত্র গতি ।
অতি হীনা অতি দীনা আমি,—
কিন্তু প্রভু তুমি তো মহান—
চিরদিন আশ্রিত-বৎসল—
তুমি মোরে বিমুখ হ'য়ো না ।

যযাতি । দেবযানী, আমার এ শোচনীয় পতন হেরিয়া
আসিয়াছ ব্যঙ্গ করিবারে
অথবা উল্লাষ—

বাঘিনী যেমন করে
ছিন্নকণ্ঠ কুরঙ্গেরে লয়ে ?
ভাল তাই কর,—
কর ব্যঙ্গ, করহ উল্লাষ,—
মোর তাহে ক্ষতি কিছু নাই। কিন্তু এ'ত
তব যোগ্য নহে আচরণ।
ভাব মনে, কেবা তুমি,
কোন কুলে জনম তোমার—
তব পাশে কত ক্ষুদ্র কত দীন আমি।
হা বিধাতঃ!
"আরাধ্য দেবতা"!
"মহিয়ান"! "আশ্রিত-বৎসল"!

দেবযানী। নাথ! প্রভু! বাক্য তব শেল সম
মর্ম্মভেদ করিছে আমার।
ওর চেয়ে কর কশাঘাত,—
তাও ভাল।—তবু—তবু—

যযাতি। কেন, কেন মোরে দিতেছ গঞ্জনা ?
যে আগুন জ্বালিয়াছ ফুৎকারে তোমার,
তারই দাহে নিশিদিন দগ্ধ হইতেছি।
তাই কি যথেষ্ট নয়
অতি ক্ষুদ্র একটা জীবনে ?
তবে আর কেন ?—
আর কেন যোগাও ইন্ধন ?
স্বেচ্ছায় বাছিয়া নেছ তুমি
আপনার জীবনের পথ,

মোর পথ মোরে দেখায়েছ।—
এক পথ ত্রিদিবের, অন্য নরকের,—
দুই পথে মিলন কোথায়?
যাও দেবী আপনার পথে,—
আর তুমি হেথা রহিও না—
হীনসঙ্গে হীনতা বাড়িবে।
শর্ম্মিষ্ঠা! তুলে ধর মোরে,—
ক্লান্ত আমি, লয়ে চল শয়ন-মন্দিরে।

(শর্ম্মিষ্ঠাকে ভর করিয়া যযাতি উঠিয়া দাঁড়াইল)

দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠা, বোন,—
অপরাধ যত হ'ক মোর,
তবু—তবু মোরে
ক্ষমা কর্, দয়া কর্—
মোর হয়ে দু'টো কথা বুঝাইয়া বল্।
নারী আমি, তোরও বুকে রমণীর প্রাণ,—
মোর ব্যথা কে বুঝিবে তুই না বুঝিলে?

শর্ম্মিষ্ঠা। মহারাজ—

যযাতি। স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও রাণী—
আর কোন কথা শুনিতে না চাই।
ক্লান্ত আমি, লয়ে চল শয়ন-মন্দিরে।

দেবযানী। মহারাজ, মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর।
রাজা তুমি, প্রজা আমি তব।—
শোন মোর আবেদন,—
তারপর করিও আদেশ।
প্রার্থনা আমার—

মোর সাথে চল যাই জনক-সকাশে,—
আমি তাঁর পায়ে ধরি
অভিশাপ করিব খণ্ডন।
যেই বহ্নি আমি জ্বালিয়াছি
আমিই তা করিব নির্ব্বাণ।
কিম্বা তাঁর পায়ে প্রাণ বিসর্জ্জিয়া
ঘুচাইব কলঙ্কের লেখা।

যযাতি। না না না,—
তব দত্ত অনুগ্রহ লয়ে
অভিশাপ খণ্ডন না চাই।—
তার চেয়ে চিরস্থায়ী হোক জরা মোর।
শোন দেবযানী,
নিষেধ আমার—
মোর তরে কোন ভিক্ষা
কারু কাছে চাহিও না তুমি।
অবহেলা কর যদি এ নিষেধ-বাণী,
তোমারি সম্মুখে নিজহস্তে নিজকণ্ঠ করিয়া ছেদন
ব্যর্থ তব করিব প্রয়াস।
আপনি চলেছি মহর্ষির পাশে।
আপনার ভিক্ষা আমি আপনি মাগিব।
তা'তে যদি তাঁর দয়া হয়, হ'ক—
নহে, কোন প্রয়োজন নাই।
যাও দেবী, যাও তুমি আপনার পথে।

দেবযানী। ওঃ! বসুমতী! দ্বিধা হও, দ্বিধা হও তুমি,
গ্রাস কর মোরে।

পঞ্চম অঙ্ক।

শুক্রাচার্য্যের আশ্রম—বৃক্ষতল।

শুক্রাচার্য্য ধ্যানস্থ।

শুক্রা। ওঁ আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী
গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনী নমস্ততে॥
স্বাগতাসি অয়ি দেবী ব্রহ্মবিদ্যারূপা!
উজলিয়া পুলক-আলোকে
সর্ব্বলোক, সর্ব্বকাল,
অন্তহীন তমিস্রার মহোদধি মাঝে
আপন বেদীর পরে হও অধিষ্ঠিতা।
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণু হ'তে
উঠুক ওঙ্কার নাদে সত্যের আহ্বান,
নিঃশেষে ফুরায়ে যাক সকল ক্রন্দন,
ভূর্ভূবস্বমহর্লোক স্তব্ধ হ'য়ে যাক,
জনঃ তপঃ ভুলে যাক সর্ব্ব অনুষ্ঠান,—
সত্যরাজ্য হোক প্রতিষ্ঠিত
অসীম এ বিশ্বচরাচরে।
ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু
র্ন চাকাশম্ ন তন্দ্রা ন নিদ্রা—
আর কিছু রহিল না দেবী,
শুধু সত্য—শুধু সত্য—

অফুরন্ত অমিয়-নির্ঝর—
নিখিলের আত্মা যাহে
স্নান পান করে নিরবধি,
অমর হইয়া
মিশে যায় পরমাত্মা সনে।

(নেপথ্যে রোদনধ্বনি-শুক্রাচার্য্যের ধ্যানভঙ্গ হইল—আসন
ত্যাগ করিয়া—)

ওকি! কে করে রোদন?
আমি—আমি—
আত্মা মোর আপন আত্মজা
দেবযানীবক্ষে বসি
মর্ম্মন্তুদ করিছে রোদন।
যাই, দেখি কোথা কন্যা মোর।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

দেবযানীর প্রবেশ।

দেবযানী! দেবযানী! মা আমার!
ধ্যানযোগে শুনিলাম তব
অন্তরের তরুণ রোদন।
কি হ'য়েছে মাতা?

দেবযানী। পিতা! পিতা!
করিয়াছি পণ,
আর না রাখিব এ জীবন।
তুমি তিন লোকে পুরুষ-উত্তম—
যার তেজে বিকম্পিত ত্রিদশের পতি

আপনার কন্যা দিলা দান,
তপোবলে যার পরাভূত মৃত্যুঞ্জয়
মৃত সঞ্জীবনী-বিদ্যা করিলা প্রদান,—
সেই তুমি, তোমারে করিনু হতমান
হীনমতি কন্যা আমি তব।

শুক্রা। হয় নাই তাহে ক্ষতি কিছু।
তার তরে কেন এ শোচনা?

দেবযানী। হায় পিতা, ব্রাহ্মণের অতুল গৌরব
বিসর্জ্জিনু ক্ষত্রিয়ের পায়,
কি ফল লভিনু?
শুধু ব্যথা,
শুধু অপযশ তিন লোকে।
পতি মোর কর্ম্মফলে
তব অভিশাপে
জরাগ্রস্থ পঙ্গুকলেবর—
সে ও যে আমারি দোষ।
হায়! তাপস-দুহিতা আমি
তপোবনে লালিতা পালিতা,
তপস্বিনী দেখিয়াছি শুধু,
দেখিয়াছি সহকারে জড়িতা মাধবী,
তরুশাখে কপোত কপোতী।—
কিন্তু হায়, দেখি নাই
সংসারের মানব-দম্পতি,
চিনি নাই সংসারের পথ,
বুঝি নাই, শিখি নাই—

নারী সেথা জগদ্ধাত্রী করুণা-রূপিণী
নিত্য ল'বে বুক পাতি
শত ব্যথা, শত অনাচার—
তবু তার বুকভরা অমিয়-নির্ঝর
বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ নাহি হবে।—
মুখে তার না সরিবে বাণী,—
আঁখিজল কভু না শুকাবে।
কিন্তু পিতা, ত্রিকালজ্ঞ তুমি,
তুমিও ত বুঝিলে না
নারী আমি অর্দ্ধাঙ্গিনী তাঁর—
আমা লাগি এই যে লাঞ্ছনা,
সে ব্যথাও পীড়া দেয় মোরে।
এ যে পিতা কহিবার সহিবার নয়।
হায়! এমনি অসার, এতই কোমল,
এ হেন ভঙ্গুর যদি রমণী-হৃদয়
হে বিধাতঃ! কেন মোরে
নারীরূপে স্বজিলে সংসারে?

শুক্রা। বৎসে দেবযানী! স্থির হও—
ধর মম উপদেশ—শোন—
সুখ দুঃখ, মান অভিমান,
উচ্চ নীচ, সকলি মনের সৃষ্টি —
মূল তার অহঙ্কার।
স্থির জেনো, বিধির বিধানে
অমঙ্গল কভু নাহি ঘটে।
ভাল হ'ল, এবে তব বন্ধন ঘুচিল,

বিচ্ছেদ হইল তব যযাতির সনে।
এবে শোন মম মনের বাসনা—যাহা
বহুদিন হ'তে মম নিভৃত অন্তরে
সংগোপনে করিতেছে বাস।—
সংসার সম্ভোগ লাগি আছিলে তৃষিতা,
তাই এতদিন বলি বলি করি
বলিতে পারি নি সেই কথা।
আজি তার এসেছে সময়।
শোন মাতা, তাপস-দুহিতা তুমি,
দেখিয়াছ বুঝিয়াছ সংসারের সুখ,
এবে তপস্বিনী তোমারে দেখিতে চাই।
নিষ্ঠারে করিয়া ভর স্থির কর মন,
উপাড়িয়া ফেল সযতনে
কণ্টকের গুল্মলতা 'আমি' ও 'আমার'—
ফলিবে উত্তম শস্য — মানব-কল্যাণ।
সহজে উর্ব্বরা ভূমি, অধিক কর্ষণ
প্রয়োজন নাহি হবে,—আমার প্রয়াসে
স্বল্পকালে হবে উপযোগী।
পরে সেই ভূমে
ব্রহ্মবিদ্যা-বীজ আমি করিব বপন,
যাহা হ'তে একদিন
উপজিবে মহা মহীরূহ।
দিগন্তবিস্তারি তার সুশীতল ছায়ে
সংসার-আতপ-তাপে তাপিত পীড়িত
জনগণ লভিবে বিরাম।

দেবযানী। হায় পিতা!

তীক্ষবিষ আশীবিষ করেছে দংশন,

দারুণ বিষের জ্বালা

জ্বলে যার প্রতি রোমকূপে,

আকাশের ইন্দ্রধনু হেরি

পুলকিত সেই জন কেমনে হইবে?

মরুমাঝে তৃষিত যে জন,

ভবিষ্যের কোন স্বপ্ন-ছবি

শান্তিবারি ছড়াইবে অন্তরে তাহার?—

ও কি! ওই আসিছেন মহারাজ—

পক্ককেশ, নতশির, স্থবিরমূরতি—

বিকলাঙ্গ—স্থিরপদে চলিতে না পারে।

হায় হায়! আমারি এ ললাট-লিখন,

স্বেচ্ছাকৃত বৈধব্য আমার।

(নতশিরে অন্তরালে গমন)

দুইজন দেহরক্ষীর অঙ্গে ভর দিয়া অগ্রে অগ্রে জরাগ্রস্থ যযাতির ও পশ্চাতে শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ।

শুক্রা। মহারাজ।

যযাতি। নহি আর মহারাজ।

দীনাদপি দীন,

সকলের উপহাস্য,

করুণার্হ জগৎজনের—

প্রার্থী আজি তোমার সকাশে।

শুক্রা। যযাতি! ভাবিও না প্রাণহীন আমি—

কিন্তু কি করিব ?
প্রাক্তন তোমার — কর্ম্মফল ।—
অভিশাপ তা হ'তে প্রসূত ।
আমি শুধু নিমিত্তের ভাগী ।

যযাতি । হায় প্রভু ! এর চেয়ে
শতগুণ শ্রেয়ঃ ছিল মরণ আমার ।
এই জরাগ্রস্থ নিত্যরুগ্নদেহে
যাগযজ্ঞ ব্রতদান কেমনে করিব ?
কেমনে বা রাজদণ্ড করিব ধারণ ?
প্রজারক্ষা কেমনে হইবে ?
অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণ,
রাজকার্য্য কুটিল কঠিন,
পারিবে না করিতে সাধন ।
বিধিদত্ত গুরুভার রাজ্যার মুকুট
কার শিরে দিয়া
নিজে আমি লব অবকাশ
বাণপ্রস্থ করিতে গ্রহণ ?
ধরি পায়, রাখ দেব মিনতি আমার—
দণ্ড তব লহ ফিরাইয়া,
বিনিময়ে তার
মরণের আশীর্ব্বাদ দেহ মোর শিরে ।
নাহি যাচি সুখের মরণ ।
আদেশে তোমার
দিব প্রাণ পিপীল-দংশনে,
কিম্বা তুষানলে ।

ইচ্ছা যদি হয়,
ইহকাল সনে
পরকাল করহ গ্রহণ,—
দিও না, দিওনা শুধু
নরকাগ্নিঘেরা এই জীবন্ত মরণ।

শুক্রা। কি করিব রাজা,—
বাক্য মোর পাষাণের রেখা,
কোন মতে খণ্ডন না হয়।

শর্ম্মিষ্ঠা। পিতা! অনাথা দুহিতা পানে চাহ একবার—
ভাব একবার পিতা বিদ্যমানে
পিতৃহীন শিশুদের কথা,—
চারিধারে দুষ্ট শত্রুগণ,
নিয়ত লোলুপ দৃষ্টি সিংহাসন পরে,—
নিত্য চাহে ধ্বংস তাহাদের—
অশক্ত দুর্ব্বল শিশু ব্যথিত পীড়িত
চাহে সকাতরে
জনকজননী-মুখ পানে,—
মানস-নয়নে হের চিত্র সে করুণ,
তারপর বল, দয়া করিবে না?—

শুক্রা। শর্ম্মিষ্ঠা! শর্ম্মিষ্ঠা!
জান তুমি ভাল মতে
মম বাক্য নাহি হয় আন।

শর্ম্মিষ্ঠা। জানি পিতা,
বাক্য তব দেববাক্য সম।
অন্তথা চাহিনা তার।

চাহি শুধু প্রতীকার—
কোন প্রতীকার,
আমাদের অসাধ্য না হয়।

শুক্রা। প্রতীকার? ভাল,
করিনু আদেশ—
রাজার আত্মজ কোন
স্বেচ্ছায় সানন্দে যদি
নিজ দেহে লয়ে জরাভার
দেয় তারে আপন যৌবন,
রাজা তা ভুঞ্জিবে—
যতকাল স্বেচ্ছায় না করি প্রত্যার্পণ
লয় পুনঃ আপনার জরা।

যযাতি। আত্মজ!

শর্ম্মিষ্ঠা। আর্দ্ধাঙ্গিনী যদি দেয় পিতা,
আপনার প্রস্ফুট যৌবন?

শুক্রা। না না না,
নারীর যৌবন তার হইবে বিফল।
শর্ম্মিষ্ঠা! একমাত্র প্রতিকার এই—
তব অনুরোধে করিনু আদেশ।
অন্য পন্থা নাই। (প্রস্থান)

শর্ম্মিষ্ঠা। মহারাজ! চিন্তা নিরর্থক।
যাই আমি, জিজ্ঞাসা করিগে পুত্রগণে।—
দেখি, গর্ভে ধরিয়াছি তব আশীর্ব্বাদ,
কিম্বা বিধাতার অভিশাপ।

(শর্ম্মিষ্ঠার প্রস্থান)

দেবযানীর পুনঃ প্রবেশ।

দেবযানী। মহারাজ !—(প্রণাম করণ)

যযাতি। কে ? দেবযানী ?

দেবযানী। কিঙ্করী তোমার—
মতিহীনা দুস্কৃতকারিণী
অভাগিনী বিধিবিড়ম্বিতা।
আমি তব ধূমকেতু অদৃষ্ট-গগনে,
তোমার জীবন-পথে মূর্ত্ত অকল্যাণ—
অনাবৃষ্টি, মহামারী, প্লাবন, ঝটিকা,
অন্তহীন অমানিশা সাথে সাথে মোর !—
তবু নাথ, আশ্রিতা তোমার.—
গর্ভে ধরিয়াছি তব বংশের দুলাল।
জানি আমি, অপরাধ মোর
গণণায় নাহি হয় শেষ।—
দণ্ড তার তুমিই দানিবে,
আমি লব শির পাতি'
আশীর্ব্বাদ সম।
কিন্তু প্রভু, পুত্রগণ নহে অপরাধী।
দেহ অনুমতি
জননীর কর্ত্তব্য সাধিতে—
পুত্রগণে দীক্ষা দিতে জনক-সেবায়।
তোমার এ জরাভার
লবে তারা সানন্দ অন্তরে,
মুছাইবে জননীয় কলঙ্ক-কালিমা।—

চাহি তব অনুমতি শুধু।

যযাতি। হুঁ—(চিন্তা)—ভাল রাণী, দিনু অনুমতি।—
তব গর্ভজাত তনয় হইতে
পাই যদি এ সঙ্কটে ত্রাণ,
বিস্মৃত হইব তব সর্ব্ব অপরাধ,
বহুমানে পুনরপি
তব স্থান তোমারে দানিব,
গৌরবমণ্ডিত হ'বে
চন্দ্রবংশে তব সমাগম।

(দেবযানীর প্রস্থান)

যাই, দেখি শর্ম্মিষ্ঠা কোথায় গেল।

(যযাতির প্রস্থান)

বৃষপর্ব্বা, দ্রুহ্য, অনু ও পুরুর প্রবেশ।

বৃষ। দাদা, এস মোর সাথে।
পথশ্রমে হয়েছ কাতর,
ক্ষণতরে লভহ বিশ্রাম।
পরে আমি লয়ে যাব তোমা সবাকারে
জনক-জননী-পাশে।

দ্রুহ্য। এ কথা মন্দ নয়।

অনু। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। কিন্তু বেশী দেরী না হয়।

পুরু। যে যায় সে যাক,
আমি যাইব না।
আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান, রাজার কুমার,
তুচ্ছ গণি বিপদ সম্পদ।

সুসময়ে কিম্বা অসময়ে
জনক-জননী-সঙ্গ কভু না ত্যজিব। (প্রস্থানোদ্যোগ)

বৃষ। না না, একা তুমি কোথা যাবে?
চল আমরাও যাই।
এস বৎসগণ।

(বৃষপর্ব্বা পুরুকে কোলে তুলিয়া লইল—সকলের প্রস্থান)

ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ।

ঘণ্টা। বাহবা! বাহবা! যেমন গাছ তার তেমনি ফল। পদ্মরাগের আকরে পদ্মরাগই জন্মে। কাচ কি জন্মে?

সুলেখার প্রবেশ।

সুলেখা। নাথ!

ঘণ্টা। এই যে পিত্তশূল। ঠিক পেছু পেছু এসে ধরেছ! শূল কিনা, পশ্চাদ্ভাগে লেগেই আছে।

সুলেখা। মরণদশা আমার! আমি বুঝি তোমার খোঁজে এসেছি? আমি ত এসেছি রাজকন্যার সঙ্গে। তুমি কেন এসেছ শুনি?

ঘণ্টা। আমি এসেছি রাজার সঙ্গে। তা তুমি যখন রাজকুমারীর সঙ্গে এসেছ, তখন তাঁর কাছেই যাও। আমিও যাই, দেখি রাজা কোথায় গেল। (প্রস্থানোদ্যোগ)

সুলেখা। (পথরোধ করিয়া)—তা সে ত বেশ কথা।—তার জন্য ছুটে পালাচ্ছ কেন? একটা কথা বলি শোনই না।

ঘণ্টা। কি বলছ চট্‌পট্‌ বল। আমার সময় নেই।

সুলেখা। বলছি এই—তুমি যাবে রাজার খোঁজে, আমি যাব রাণীর খোঁজে। এখন রাজারাণীতে যদি ছাড়াছাড়ি না হয়, তাহ'লে তুমি

আমার হাত এড়াও কেমন করে? কাজেই তুমি যে আমাকে না বলে না কয়ে চুপি চুপি পালিয়ে চলে এসেছ, সে উদ্দেশ্যটা যে আপনা আপনিই বিফল হয়ে গেল, তা হিসেব করে দেখেছ?

ঘণ্টা। তাইত! ও কথাটা ত মাথায় আসে নি। তাহ'লে উপায়?

সুলেখা। একেই বলে বামুনে বুদ্ধি! এখন উপায় যদি চাও, তাহ'লে আপোষে মেটাও।—নইলে ভাল হবে না বলছি। আমায় তুমি ঘূর্ণিকা ঠাকরুণের মত হাবা গোবা রাগ-সর্ব্বস্ব বামুণের মেয়ে পাও নি। আমি দৈত্যকন্যা।—প্রেম কর্ত্তেও জানি, আবার ভাতারকে কি করে সোজা পথে চালাতে হয় তাও জানি। আমায় চটিও না. আপোষ কর।

ঘণ্টা। আচ্ছা, তুমি যখন বলছ, তখন আপোষেই রাজী।

সুলেখা। বেশ, তাহলে আগে বল দেখি, তুমি আমায় না বলে চলে এলে কেন?

ঘণ্টা। তাহ'লে তোমার মতলবটা খুলেই বলি শোন। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান,—তপস্যা আমার জন্মগত সংস্কার। এতদিন তা করিনি। রাজার স্নেহে আবদ্ধ হ'য়ে কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছি। আজ দেখছি বিষহীন সর্পের ন্যায় অকর্ম্মণ্য আমি তপোহীন ব্রাহ্মণ। কিন্তু এখনও সময় আছে। আমি সে ভ্রম সংশোধন কর্‌ব! রাজার সম্বন্ধে আচার্য্য কি আদেশ করেছেন তুমি নিশ্চয় শুনেছ। রাজার কোন ছেলে যদি তাঁ'র জরাভার গ্রহণ করে—ভালই। নতুবা আমি তপোবলে তাঁর অভিশাপ খণ্ডন কর্‌ব, অথবা সেই প্রচেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেব। সুলেখা! সাধ্বী! তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর।

সুলেখা। কেন পরিত্যাগ কর্‌ব নাথ? আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা নই, কিন্তু ব্রাহ্মণী। আমিও তোমার সঙ্গে তপস্যায় গমন কর্‌ব, তোমার সহায় হব। তোমার শাস্ত্র বলে—স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ কর্ত্তে হয়। আমি কি তার যোগ্যা নই প্রভু?

ঘণ্টা। ব্রাহ্মণী! ব্রাহ্মণী! তোমার কথা শুনে আমার আশা হচ্ছে, হয়ত আমি সফলকাম হ'ব। আমার এখনও বহু পুণ্য অবশিষ্ট আছে। নইলে তোমার মত পত্নীলাভ আমর ভাগ্যে হ'ত না।

ঘুর্ণিকার প্রবেশ।

(ঘুর্ণিকা ঘণ্টাকর্ণের পা জড়াইয়া ধরিল—)

ঘণ্টা। এ আবার কি? অ্যাঁ! আরে ছাড় ছাড়—খট্বা ভাঙ্গিলে ভূমিশয্যা হব যে! ভাল বিপদ যা হ'ক।

ঘুর্ণিকা। প্রভু! আমি অপরাধিনী, অনুতপ্তা। আমায় মার্জ্জনা করুন, চরণে স্থান দিন।

সুলেখা। হুঁ।—এবার আর পিত্তশূল নয় যে নকড়া ছকড়া করবে। এবার অম্লশূল, পিত্তশূল, চক্ষুশূল, বুকশূল—যেখানে যত শূল আছে, সব একসঙ্গে। সামলাও এবার ঠ্যালা। আমার কি? আমি গোঁপে তা দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।

ঘণ্টা। বটে! এই তুমি আমার সঙ্গে বনে যাচ্ছিলে? আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। এই চল্লুম আমি। আঃ, কি কর! পা ছাড় না।

সুলেখা। না দিদি, কক্ষণো ছেড়ো না,—দেখি বামুণ কেমন করে যায়। আজকাল কথায় কথায় ওই এক বুলি হয়েছে—"চল্লুম"। কেন, যাও না।

ঘণ্টা। ঘুর্ণিকা! তা হয় না। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজার অনুগ্রহজীবি, আর তুমি মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের কন্যা মহারাণী দেবযানীর প্রধানা সখী। তোমাতে আমাতে অনেক প্রভেদ।

ঘুর্ণিকা। প্রভু! শ্লেষবাক্য ত দূরের কথা, বেত্রাঘাত করলেও আমি পা ছাড়ব না—যতক্ষণ তুমি আমাকে ক্ষমা না করবে।

(ঘণ্টাকর্ণ কাঁদ কাঁদ হইল)

স্থলেখা। ছিঃ, তুমি এত নিষ্ঠুর! ব্রাহ্মণকন্যা তোমার পায়ের তলায় পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছে, আর তোমার দয়া হচ্ছে না? আমি কি তাহ'লে পাষাণে প্রাণ সমর্পণ করেছি?

ঘণ্টা। না আমি ক্ষমা কর্‌ব না। কেন, আমি পুরুষ মানুষ—আমার কি রাগ নেই?

সুলেখা। আহাহা, রাগ যেমন আছে, অনুরাগও ত আছে গো।

ঘণ্টা। আচ্ছা, তোমাদের অনুরোধে এ যাত্রা ক্ষমা কর্‌লুম। কিন্তু সাবধান, বারদ্দিগর এ রকম হ'লে আমি নিশ্চয় যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।

সুলেখা। সাধ্য কি? তখন দু'জনে দু'দিক থেকে দু'পা চেপে ধর্‌ব না? আমরা দোষ ও কর্‌ব, আবার পায়েও ধর্‌ব। কিন্তু দিদি, দেখ দেখি, কি ভুল কর্‌লে। ঐ একটু ভুলের জন্য স্বামীটিকে আর আস্ত ফিরে পেলে না,—মাঝখান থেকে একটা বখরার ফ্যাঁক্‌রা জুটে গেল।

ঘণ্টা। তা সে ত যেন হ'ল, কিন্তু ঘুর্ণিকা, তুমি বড় অসময়ে এলে। আমরা স্থির করেছি, রাজার যদি শাপমোচন না হয়, তবে আমরা আর ঘরে ফিরে যাবনা। এইখান থেকেই বনে চলে যাব তপস্যা কর্ত্তে।

ঘুর্ণিকা। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব তপস্যা কর্ত্তে।

সুলেখা। বেশ ত, তিনজনে দিনরাত খুব তপস্যা করা যাবে। এখন চল দেখি রাজার কি হ'ল।

দেবযানী, যদু ও তুর্ব্বসুর প্রবেশ।

দেব। বৎস! শুনিয়াছ, বুঝিয়াছ সব—
প্রত্যক্ষ করেছ দোঁহে
জনকের দারুণ দুর্গতি।

কর এবে তনয়ের কাজ।
পুন্নাম নরক হ'তে পরিত্রাণ হেতু
এ সংসারে পুত্র প্রয়োজন।
সে কর্ত্তব্য তোমাদের
ভবিষ্যতে—পরলোকে—দৃষ্টির বাহিরে।
আজি হেথা নয়ন-সম্মুখে
পিতা তোমাদের
ভুঞ্জিছেন জীবন্ত নরক—
তা হ'তে করহ ত্রাণ তাঁরে
আপনার স্বার্থ দিয়া বলি।
সফল করহ পুত্র নাম—
সফল করহ এই নশ্বর জীবন।
জনকের প্রীতি লভি
প্রিয় হও সর্ব্ব দেবতার,
জননীর বরে
পূর্ণ হোক সকল কামনা
ইহলোকে তথা পরলোকে। একি!
নতশির, নিরুত্তর, মলিন বয়ান,
ললাটে চিন্তার রেখা, ভীতি দু'নয়নে!
যদু! নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি—
মহারাজ চক্রবর্ত্তী জনক তোমার,
যশ যাঁর খ্যাত তিন লোকে,—
জননী তোমার আমি ভার্গব-দুহিতা—
তোমার এ আচরণ বুঝিতে না পারি।

যদু। পারিব না, পারিব না মাতা

তব আজ্ঞা করিতে পালন।

দেবযানী। পারিবে না!

যদু। মাতা!
ক্ষত্রিয়-তনয় আমি বীর্য্য-অভিমানী।
ভুজবলে শাসিবারে পারি
সসাগরা ধরণীর নৃপতি মণ্ডল।
আদেশে তোমার,
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, পাতালে বাসুকী
জিনিয়া আনিতে পারি
জনকের প্রয়োজন যদি।
কিন্তু মাতা,
পারিব না জরাভার করিতে গ্রহণ।
লোলচর্ম্ম, শুভ্রকেশ, গলিত দশন,
কুব্জ দেহ পাষাণের ভার
বহিবার নাহিক শকতি,—
শক্তিহীন মৃগয়ায়, আহবে অক্ষম,
ঘৃণ্য ক্লীব রমণীমণ্ডলে—
সে যে মাতা মরণ অধিক।—
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

দেবযানী। আরে আরে ধৃষ্ট দুরাচার!
জনকের কুসন্তান,
জননীর গর্ব্বের কণ্টক!
পরাঙ্মুখ স্বার্থ বলিদানে
জনকের দুর্দ্দশা মোচনে!
পরাঙ্মুখ মাতৃ-আজ্ঞা করিতে পালন!

আমি তোরে দিনু অভিশাপ—
প্রমত্ত হইলি যেই যৌবন-গরবে
বাহুবলে ক্ষত্র-অহঙ্কারে,
সকলি বিফল হবে তোর—
তোর বংশে রাজলক্ষ্মী কভু না রহিবে।—
তোর দত্ত পিণ্ডোদক
পিতৃগণ ঘৃণায় ত্যজিবে।

যদু। মা! মা!—

দেবযানী। কোন কথা শুনিতে না চাই।
যা রে দূরে নারকী পিশাচ,—
দূরে—অতি দূরে—
যেন তোর মুখ আর না দেখিতে পাই,
তোর নাম না পশে শ্রবণে।

(নতশিরে যদুর প্রস্থান)

রে তুর্ব্বসু!
কনিষ্ঠ তনয় তুই, জীবনের আনন্দ আমার,
নিরাশার অন্ধকারে আশার প্রদীপ—
সদাচার, সত্যনিষ্ঠ, বংশের দুলাল—
রক্ষা কর্ জনকেরে তোর,
রাখ তুই জননীর মান।
একি! দেহযষ্টি বিকম্পিত ত্রাসে!—
ঘন কালিমার ছায়া
ভাষাহীন বিশুষ্ক বয়ানে!
বল্‌রে তুর্ব্বসু
তুই ও কি বিমুখ হলি কর্ত্তব্য পালনে?

তুর্ব্বষু। মাতা! কি বলিব?
বলিবার কিবা আছে ইথে?
মহর্ষির অভিশাপে জনকের জরা
কর্ম্মফল তাঁর—
অবশ্য ভুঞ্জিতে হ'বে তাঁরে।
তাঁর তরে মোর দণ্ড কি হেতু হইবে?
জরা—সে যে ক্ষুধিতা প্রেতিনী,
তুষার-শীতল স্পর্শে
বল বীর্য্য সকলি হরিয়া লয়.—
বদন ব্যাদান করি বিকট দশনে
অস্থিগুলি চিবাইয়া খায়।
মাতা হয়ে কোন প্রাণে
তনয়ে তুলিয়া দিতে চাও
তাহার সে নিঠুর কবলে?
আচার-বিচারহীন, মললিপ্ত বপু,
স্নানে, পানে, ভোজনে, শয়নে,
উৎসবে-ব্যসনে
সদাই ব্যথিত ক্লিষ্ট পীড়িত দুর্ব্বল—
শক্তিহীন ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী স্মরণে
জরাগ্রস্থ আমারে দেখিতে চাও মাতা?

দেবযানী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!
বিফল মাতৃত্ব মোর, বৃথা স্তন্যদান
এ কলঙ্ক রাখিবার ঢাকিবার ঠাঁই
কোথা মোর এসংসারে?
আরে আরে অবাধ্য সন্তান!

আরে আরে নরকের কীট !
ধ্বংশ হ'ক তোর যত আচার, বিচার,
স্নান, পান, ভোজন, শয়ন।
মম অভিশাপে
ম্লেচ্ছদেশে হবি দণ্ডধর,
অভক্ষ ভোজনে নিত্য অনাচারে
দেহপুষ্টি হইবে রে তোর,
মূর্খ হবে যত বংশধর,
পাপে মগ্ন জ্ঞান বুদ্ধিহীন।

(নতশিরে তুর্ব্বসুর প্রস্থান)

অহো ভাগ্য !
দুই পুত্র বিদ্যমানে পুত্রহীনা আমি !
কোথা যাব ? কি করিব এবে ?
কিসে হবে নৃপতির দুর্দ্দশা মোচন ?
এ বিপদে কে রক্ষিবে তাঁরে ?
আছে—আছে—
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত তিনটি তনয়
এখনো ত অবশিষ্ট আছে।
যাই, দেখি, তারা যদি পারে
পিতৃকার্য্য করিতে সাধন। (প্রস্থান)

যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ।

যযাতি। আর কেন, আর কেন রাণী
গতিরোধ করিছ আমায় ?
সংসারের সব আশা হয়েছে নির্ম্মূল,

কুসুমিত উপবন
ভস্মীভূত হ'ল দাবদাহে।
বক্ষে বাজে দারুণ বেদনা—
হানিল কঠিন শেল
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর পুত্রগণ মোর।
হায় রাণী! পিণ্ডোদক তর্পণের আশে
করে নর পুত্রের কামনা।
কুলাঙ্গার সে তনয় যদি,
জনকের তরে
নিজ স্বার্থ ত্যজিতে না পারে—
পতিত সে, নারকী চণ্ডাল।
হেন পুত্র হ'তে
পিণ্ডোদক না চাহে যযাতি।
দেবি! ঐ শোন হু হু রবে গর্জ্জে হুতাশন,
আকাশের জলদমণ্ডলে
উঠিয়াছে লেলিহান শিখা।—
শীতল সে চিতানল "আয়! আয়" করি
ডাকিছে আমারে।
আর আমি রহিতে না পারি।
শর্ম্মিষ্ঠা!
আমা হ'তে ধ্বংস হ'ল ইহকাল তব।
করি আশীর্ব্বাদ—
জয়যুক্ত হ'ক পরকাল।
যাই আমি, দেহ লো বিদায়।

শর্ম্মিষ্ঠা। না না প্রভু, ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

একা তুমি যাইবে না,
দাসীও যাইবে নাথ পশ্চাতে তোমার।
কিন্তু মহারাজ,
এখনো যে নিভে নাই
আশার সে অতি ক্ষীণ শেষ দীপ-শিখা।
চন্দ্রবংশ-মহিরূহমূলে
এতটী কোমল তন্তু
এখনও ছিঁড়িতে আছে বাকী।

যযাতি এখনো ছিঁড়িতে আছে বাকী!
কে? কে সে?

শর্ম্মিষ্ঠা। শিশুপুত্র পুরু—
আশীর্ব্বাদ করেছিলে যারে
কুলের প্রদীপ হবে বলি—
এখনো রয়েছে অবশেষ।
হায়, দুর্ব্বলা রমণী আমি,
স্নেহবশে করিয়াছি কর্ত্তব্য হেলন।

যযাতি। পুরু!—হায় নারী!
এতই কঠিন কিগো জননী-হৃদয়?
পুরু—পুরু, সে ত শিশু,
ভাল মন্দ কিছু নাহি জানে।
তবু জানি আমি,
মোর তরে আপনারে দিবে বিসর্জ্জন।—
তিন্তু তাই বলি,
জনক হইয়া
কোন প্রাণে তীক্ষ্ণ খড়্গে

ছেদিব সে কুসুমকোরক ?

শর্ম্মিষ্ঠা। মহারাজ! মহারাজ! ক্ষান্ত হও,
জননীর দুর্ব্বলতা বাড়ায়ো না আর,
স্নেহের নিগড়ে হস্তপদ করো না বন্ধন।
আজিকে কঠিন হ'ব আমি —
নিজহস্তে বলি দিব মায়ের পরাণ,
করুণা-মমতাহীন ডাকিনীর মত
আপনি করিব পান পুত্রের শোণিত।
তুমি হেথা তিষ্ঠ ক্ষণকাল,—
যাই আমি, লয়ে আসি তারে।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

যযাতি। না না রাণী, কাজ নাই।—
বাছা মোর রহুক কুশলে।
যাই আমি, দেহ লো বিদায়।

শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।

শুক্রা। মহারাজ! ভাবিয়াছ অগ্নিকুণ্ডে দেহ বিসর্জ্জিয়া
এড়াইবে মম অভিশাপ ?—
না না না, তা হ'বে না।
যুগে যুগে জন্মে জন্মে
মম বাক্য অটুট রহিবে।
যতদিন আত্মজ তোমার
স্বেচ্ছায় না লয় জরাভার,
তত দিন ভুঞ্জিতে হইবে।

যাবৎ না শেষ হয়
এ জন্মের পূর্ণ পরমায়ুঃ,
অভিশাপ না হবে খণ্ডন।

যযাতি। তবে—তবে—

পুরুকে কোলে লইয়া দেবযানীর প্রবেশ।

দেবযানী। মহারাজ! মহারাজ! এই যে এনেছি—
ধরিত্রী-পাবন আত্মজ তোমার,
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত আমার সন্ততি।
শর্ম্মিষ্ঠা! রত্নগর্ভা তুই,
পিতৃকুল পতিকুল রক্ষয়িত্রী দেবী।

পুরু। মা! মা! বাবা! বাবা!
মাতামহ রেখেছিল আবদ্ধ করিয়া,
তাই আসিতে পারিনি এতক্ষণ।
কিন্তু আমি শুনিয়াছি সব।
এই যে মহর্ষি—
প্রভু! চেয়ে দেখ অন্তর আমার—
নাহি সেথা তিলমাত্র কুয়াশার রেখা।
জাগে সেথা একমাত্র ব্যাকুল কামনা,
শতবার বিসর্জ্জিতে আপনার সুখ
জনক-জননী-সেবা তরে।
তাই প্রভু, তব পায় মিনতি আমার,
কৃপা করি করহ আদেশ,—
অনাগত যৌবন আমার
জনক করুন ভোগ

যতকাল ইচ্ছা তাঁর হয়।
আমি ল'ব জরাভার তাঁর।
আজি কিম্বা কোন দিন যদি এর তরে
বিন্দুমাত্র ব্যথা মোর জাগে,—
সাক্ষী তুমি, সাক্ষী পিতামাতা,
সাক্ষী হও আকাশের চন্দ্রমা তপন—
সহস্র জনম যেন ব্যর্থ মোর হয়।

শুক্রা। সাধু! সাধু!

বৃষপর্ব্বা, দ্রুহ্য, অনু, ঘণ্টাকর্ণ, সুলেখা, ঘূর্ণিকা প্রভৃতির প্রবেশ।

বৃষ। শার্ম্মিষ্ঠা!
সার্থক জনম তোর,
সফল জীবন—
পুত্র তোর হইবে অমর।
তাহার জননী বলি
তোর নাম যুক্ত হ'বে।

শুক্রা। বৎস! আমার আদেশে
পূর্ণ তব হইবে কামনা।—
সহস্র বৎসর অন্তে
পিতা তব নিজ জরা লইবে ফিরিয়া,
ফিরে তুমি পাইবে যৌবন।
তুমি অধিকারী হ'বে পিতৃ সিংহাসনে,
রাজ-চক্রবর্ত্তী হয়ে শাসিবে মেদিনী,
দুই কুল করিবে উজ্জ্বল,
লভিবে অতুল যশঃ, অন্তে পরাগতি।

সকলে। সাধু ! সাধু !

শুক্রা। বৎস যযাতি ! কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ! দেবযানী !
করি আশীর্ব্বাদ, পুত্রের গৌরবে
গৌরবমণ্ডিত হ'ক তোমাদের নাম।
মানব কি দেবতা দানব,
সবাকার কর্ম্মভূমি এ সংসার।
বিনা তপস্যায় কর্ম্মফল না হয় খণ্ডন।
সেই কর্ম্মে, সেই তপস্যায়
পতিপত্নী তনয়তনয়া এক সূত্রে গাঁথা।—
এই শিক্ষা করিতে প্রচার,
ভ্রান্ত জনে দেখাইতে পথ,
ফিরে এস প্রতি কল্পে, প্রতি মন্বন্তরে।
ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ ! শান্তিঃ !

যবনিকা।

---

for HOTELS & HOMES
PORCELAIN CROCKERYWARES
INEST TASTE
HAND PAINTING
OUR SPECIALITY